সাল: ০৩ - ইস্যু: ২৬- মে ২০২৫

International Year of Cooperatives 2025

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার

সহকার উদয়

দুগ্ধ সমবায়গুলির পরিসর বাড়ছে

এনসিডিসি ডেয়ারি সে-ক্টরের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত 11

নতুন ভারত ঐতিহ্য ও উন্নয়নের মন্ত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে 22

সূচীপত্র

International Year of Cooperatives 2025

সর্ব সহকার , সর্ব সাকার

সহকার উদয়

সাল: ০৩ - ইস্যু: ২৬- মে ২০২৫

সম্পাদকমণ্ডলী
(প্রধান সম্পাদক)
সন্তোষ কুমার শুক্লা

সম্পাদক
রোহিত কুমার

সহকারী সম্পাদক
অঙ্ক অঞ্জলিদীপ

সদস্যরা

মাধবী এম বিপ্রদাস
বিবেক সাক্সেনা
হিতেন্দ্র প্রতাপ সিং
রশিদ আলম

কোন পরামর্শ বা প্রতিক্রিয়া জানাতে অনুগ্রহ করে এখানে যোগাযোগ করুন:

sahkaruday@iffco.in

যুগ্ম মহাব্যবস্থাপক (সমবায়ের উন্নয়ন)
ইফকো সদন, C-1, জেলা কেন্দ্র, সাকেত প্লেস, নিউ দিল্লি ১১০০১৭

এছাড়াও আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

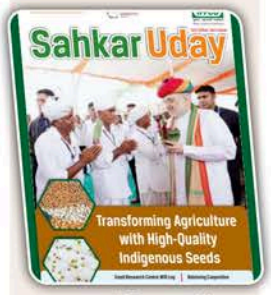

প্রকাশক: ইন্ডিয়ানন ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড।
প্রিন্টার: রয়াল প্রেস
ওখলা, নয়াদিল্লি।

দুগ্ধ সমবায়গুলির পরিসর বাড়ছে

সমবায় খাতের মাধ্যমে হোয়াইট রিভোলিউশন ২.০ শুরু করার প্রস্তুতি এখন পুরোদমে চলছে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল প্রাণিসম্পদ পালনকারী, দুগ্ধ পালক এবং ছোট এবং ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নতি করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

কভার স্টোরি

পৃষ্ঠা 06

পৃষ্ঠা 14
বারাণসী: বৈচিত্র্যের এক রূপ

আধুনিকতাকে গ্রহণ করার সাথে সাথে কাশি শুধু তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেই সংরক্ষণ করেননি আত্মবিশ্বাসে ভরা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতেও পা রেখেছে। এই প্রাচীন শহর যা একসময় ভগবান মহাদেবের ইচ্ছায় তৈরি হয়, এখনপূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্রে এক গতিশীল কেন্দ্র হিসাবে উঠে আসছে।

পৃষ্ঠা 26
কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের জন্য বিমান ভ্রমণ সাশ্রয়ী করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

পৃষ্ঠা 28
সমবায় সমিতিগুলির অনলাইন নিরীক্ষণ হবে

পৃষ্ঠা 29
পশুপালন গ্রামীণ সমৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠছে ,ডাঃ ভুটানি বলেন

পৃষ্ঠা 17
মোদী সরকার সামাজিক সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে

একসময় বাবা বলনাথ মহারাজ গৃহীত সামাজিক সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক জাগরণ প্রচারের মহৎ সংকল্প আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উপলব্ধ করা হচ্ছে।

পৃষ্ঠা 18
গুজরাটি সাহিত্যিক ম্যাগাজিনগুলি সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

পৃষ্ঠা 20
ভারত একাধিপত্য নয়, মানবতাকে অগ্রাধিকার দেয়

পৃষ্ঠা 24

ব্রহ্মা কুমারী সংস্থা : বিশ্ব জুড়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে

সম্পাদকের কলমে

ভারত একটি কৃষি প্রধান দেশ যেখানে পশুপালন গ্রামীণ জীবন এবং অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।এর বিভিন্ন শাখার মধ্যে ডেয়ারি শিল্প গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হিসাবে উঠে আসছে। এই ক্ষেত্রে, সমবায় ডেয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে - কেবল দুধ সরবরাহকারিদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাই নয় গ্রাহকদের জন্য খাঁটি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের দুধের ধারাবাহিক সরবরাহও বজায় রাখে।

একটি সমবায় ডেয়ারি হল কৃষক এবং প্রাণিসম্পদ মালিকদের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে তারা সম্মিলিতভাবে দুধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন পরিচালনা করে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল এর সদস্যদের সর্বাধিক সুবিধা দেওয়ার সময় গুণগত মান তৈরি করা। ভারতে ডেয়ারি সমবায় সাফল্যের সর্বাধিক বিশিষ্ট উদাহরণ হল আমুল, যা শ্বেত বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেয় এবং ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদক হিসাবে রূপান্তরিত করে। আজ, ভারত বার্ষিক ২৩.৯ কোটি টন দুধ উৎপাদন করে।

দেশের ডেয়ারি সমবায় ব্যবস্থা তিন স্তরের কাঠামোর উপর কাজ করে: গ্রাম-স্তরের দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি, জেলা স্তরের দুগ্ধ ইউনিয়ন এবং রাজ্য-স্তরের ফেডারেশন। এই খাতটি কেবল পুষ্টি এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার সাথে সাথে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হিসাবেও কাজ করে। লক্ষাধিক গ্রামীণ পরিবার পরিপূরক আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে ডেয়ারি শিল্পের উপর নির্ভর করে। বিশেষ করে, প্রান্তিক কৃষক এবং মহিলারা সরাসরি উপকৃত হয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতা উভয়ই অর্জন করেছে ..

মোদী সরকারের "প্রতিটি গ্রামে সমবায় ডেয়ারি প্রসারিত করার" উদ্যোগ গ্রামীণ উন্নয়ন, আর্থিক ক্ষমতা-য়ন এবং সামাজিক সম্প্রীতির দিকে একটি রূপান্তরকারী পদক্ষেপ। জাতীয় ডেয়ারি উন্নয়ন কর্মসূচী এবং হোয়াইট রিভোলিউশন ২.০ মূল উপাদান হিসাবে ২০২৫ সালের শেষের দিকে সমবায় ডেয়ারি খাতকে বাড়ানোর জন্য বর্তমানে বেশ কয়েকটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প চলছে। ২০২৫ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধিত জাতীয় ডেয়ারি উন্নয়ন কর্মসূচিকে অতিরিক্ত এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য দুধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণের উন্নতি করা; কৃষকদের বাজারে অ্যাক্সেস বাড়ান; সহযোগী আয়ের সুযোগ বাড়িয়ে আরও লাভ নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ জীবিকা জোরদার করা।

নিঃসন্দেহে, সংশোধিত কর্মসূচিটি আধুনিক পরিকাঠামো, উন্নত প্রযুক্তি এবং গুণমান-পরীক্ষার পরীক্ষাগারের সাথে সদ্য গঠিত সমবায় দুধ সমিতিগুলির যোগাযোগ করিয়ে দেবে।এটি কেবল গ্রামে কর্মসংস্থানের প্রচার করবে না বরং সারা দেশে কৃষকদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নীত করতে সাহায্য করবে।

সহকার উদয় ম্যাগাজিনের এই সংস্করণটি "ডেয়ারি সমবায়গুলির সম্প্রসারণ" থিমে উত্সর্গীকৃত। এই বিষয়ে মূল নিবন্ধগুলির পাশাপাশি এটিতে আরও বেশ কয়েকটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে এই সমস্যাটি আমাদের পাঠকদের জন্য উপকারী এবং অনুপ্রেরণামূলক হবে।

আন্তরিক শ্রদ্ধা,

জয় সহকার!

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

'উন্নয়নের সাথে ঐতিহ্যও "র মন্ত্রে নতুন ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। উন্নত ভারত তৈরির পথে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সংস্কৃতি কেবল আমাদের পরিচয়ের সঙ্গেই যুক্ত নয়, আমাদের সামর্থ্যকেও শক্তিশালী করে।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী,
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

-কেন্দ্রীয় **মন্ত্রিসভা** ২০২৫-২৬ আর্থিক **বছরে কুইন্টাল প্রতি আখের এফআরপি** ৩৫৫ টাকা **করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি প্রায় পাঁচ কোটি আখ কৃষক** ও **তাদের পরিবার এবং চিনির কলগুলিতে নিযুক্ত প্রায়** ৫ **লক্ষ শ্রমিককে উপকৃত করবে। আখ** উৎপাদকদের **সমৃদ্ধির** প্রতি **প্রতিশ্রুত এবং তাদের আয় বাড়ানোর জন্য মোদী জি'র এই সিদ্ধান্তটি কৃষকদের জীবনকে আরও উন্নত ও সহজ করে তুলবে।**

শ্রী অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র **ও** সমবায় **মন্ত্রী**

প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি'র সক্ষম নেতৃত্বে সিসিপিএ সভা আসন্ন আদমশুমারিতে বর্ণ-ভিত্তিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি দেশে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া শক্তিশালী করবে এবং প্রতিটি খাতের উন্নয়নে সাহায্য করবে। মোদী সরকার কর্তৃক গৃহীত নির্ণায়ক পদক্ষেপটি সমাজের পশ্চাদপদ ও বঞ্চিত শ্রেণীগুলিকে ন্যায়বিচার প্রদান করবে, তাদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করবে এবং একটি সর্বব্যাপী ভারতের দিকে বড় পদক্ষেপ নেবে।

শ্রী মুরলিধর মোহোল,
কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী

সমবায় পণ্য এবং অর্থনৈতিক খাতের মাধ্যমে সমবায় আর্থিক **কাঠামোর সাফল্য এবং সমৃদ্ধির জন্য, দেশের সমৃদ্ধির জন্য** উৎপাদন, **উত্পাদনশীলতা, গুণমান** পরীক্ষা **এবং বিপণনের এক শক্তিশালী ব্যবস্থা** তৈরি করা **গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির জন্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে** সাহায্য, **প্রশিক্ষণ এবং** প্রকল্পের **ব্যবস্থা থাকতে হবে।**

শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানি
প্রেসিডেন্ট, **এনসিইউআই এবং** ইফকো

কৃষকরা এখন বীজ, জৈব এবং রপ্তানি সমবায়গুলির মাধ্যমে তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষকরা আন্তর্জাতিক বাজারে জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে এবং এর লভ্যাংশ সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের কাছে না গিয়ে কৃষকদের কাছে এই লাভ যাওয়া এক দুর্দান্ত সাফল্য।

ডাঃ উদয় শঙ্কর অবস্থি,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, ইফকো

ভারত সরকার ২৫১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সমস্ত পিএসিএসকে কম্পিউটারাইজ করছে। জম্মু ও কাশ্মীর, বিহার, ছত্তিশগড়, মধ্য প্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড পিএসিএস'এর কম্পিউটারাইজেশনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আজ অনেক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং দেশের জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কারণে নাবার্ডের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি, অনলাইন নিরীক্ষণের ব্যবস্থার কারণে সমবায় ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা এসেছে।

সমবায় মন্ত্রক,
ভারত সরকার

২০২৫-২৬ আঁখ মাড়াই মরসুমে আখের এফআরপি ১৫ টাকা বেড়েছে

পাঁচ কোটি কৃষকের জন্য একটি বড় উপহার

সহকার উদয় দল

দেশজুড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি আখ চাষিকে উপকৃত করার এক বড় ঘোষণায় মোদী সরকার ২০২৫-২৬ আঁখ মাড়াই মরসুমে (অক্টোবর -সেপ্টেম্বর) আখের ফেয়ার ও রেমিউনারেটিভ প্রাইস(এফআরপি) ১৫ টাকা বাড়াতে অনুমোদন করেছে। ১লা অক্টোবর, ২০২৫ থেকে শুরু করে, চিনিকলগুলিকে আখের জন্য কুইন্টাল প্রতি কৃষকদের ৩৫৫ টাকা প্রদান করতে হবে, যা বর্তমান কুইন্টাল প্রতি ৩৪০ টাকার থেকে বেশি। যদিও এফআরপি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক ন্যূনতম মূল্য, পৃথক রাজ্যগুলি প্রায়শই কৃষকদের আরও উপকারের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় পরামর্শ দেওয়া মূল্য (এসএপি), যা সাধারণত বেশী হয়, তা ঘোষণা করে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে, সরকার খন্ডসারি ইউনিটগুলির জন্য(ছোট আকারের চিনি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট)আখ চাষিদের এফআরপি প্রদান করা বাধ্যতামূলক করেছে যা বড় চিনি মিলগুলিতে প্রযোজ্য দামের সাথে তাদের এক সারিতে আনে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি এই মূল্য বৃদ্ধি অনুমোদন করেছে।এই সংশোধিত এফআরপি ১০.২৫% চিনি পুনরুদ্ধার হারের উপর ভিত্তি করে বাড়ানো হয়েছে।এর বাইরে পুনরুদ্ধারে প্রতি ০.১% বৃদ্ধির জন্য, কৃষকরা কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ৩.৪৬ টাকা পাবেন। একইভাবে, পুনরুদ্ধারে প্রতি ০.১% হ্রাসের জন্য, কুইন্টাল প্রতি ৩.৪৬ টাকা কেটে নেওয়া হবে। তবে, ৯.৫%'র নিচে পুনরুদ্ধারের হার থাকা চিনি মিলগুলি আর কোনও ছাড় পাবে না এবং এই জাতীয় মিলগুলিতে সরবরাহকারী কৃষকরা কুইন্টাল প্রতি সর্বনিম্ন এফআরপি ৩২৯.০৫ পাবেন। এফআরপি কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্ট এন্ড প্রাইস(সিএসিপি)এবং রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য স্বত্বাধিকারীদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে, কেন্দ্রীয় সরকার

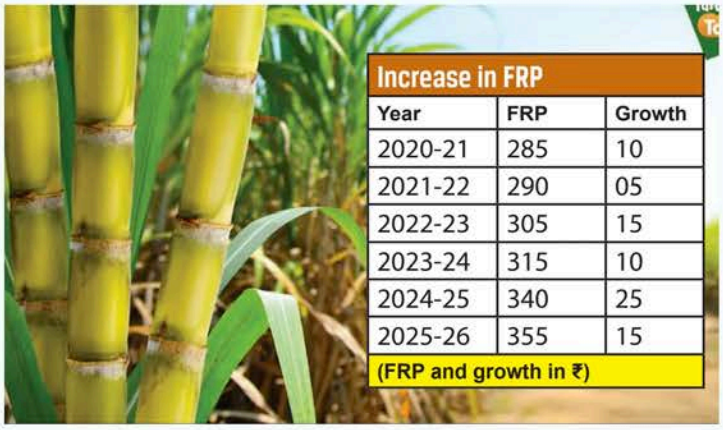

Increase in FRP

Year	FRP	Growth
2020-21	285	10
2021-22	290	05
2022-23	305	15
2023-24	315	10
2024-25	340	25
2025-26	355	15

(FRP and growth in ₹)

খন্দসারি চিনি এবং খন্দসারি ইউনিটকে নিয়ন্ত্রক তদারকির অধীনে আনার জন্য ছয় দশক-পুরনো চিনি (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৬৬ সংশোধন করেছে। সংশোধিত আদেশের অধীনে, প্রতিদিন ৫০০ টন (টিসিডি) বা আরও বেশি কিছু ক্রাশিং ক্ষমতা সম্পন্ন খন্ডসারি ইউনিটগুলিকে বড় চিনির কলের মতো আঁখ চাষিদের জন্য ন্যায্য এবং পারি-শ্রমিক মূল্য (এফআরপি) প্রদান করতে হবে। একটি বিস্তৃত পর্যালোচনার পরে, ভারত সরকার প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সংস্কারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিনি খাতকে নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে প্রবাহিত ও আধুনিকীকরণের জন্য নতুন চিনি (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০২৫ চালু করে।এই সংস্কারটি কৃষকদের খন্ডসারি ইউনিটদের এফআরপি অর্থ প্রদান নিশ্চিত করবে এবং দেশে চিনি উৎপাদনের সঠিক পরিমাণ অনুমান করতে সক্ষম করবে।

খাদ্য মন্ত্রকের মতে, ভারত জুড়ে ৩৭৩টি খন্ডসারি ইউনিটগুলি প্রায় সম্মিলিত ৯৫,০০০ টিসিডি ক্ষমতা পরিচালনা করছে-।এর মধ্যে ৬৬টি ইউনিটের ৫০০ টিসিডির বেশী ক্ষমতা রয়েছে যার সর্বমোট পরিমাণ প্রায় ৫৫,২০০ টিসিডি। এই উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন ইউনিটগুলি মোট খন্ডসারি চিনি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে এবং এখন নতুন আদেশের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে।

অতিরিক্তভাবে, এই ইউনিটগুলিকে সরকা-রের সাথে চিনি উৎপাদনের ডেটা ডিজিটালি ভাগ করে নিতে হবে। মন্ত্রালয় অনুসারে, এই সিস্টেমগুলি এক হলে অপারেশনাল দক্ষতা বাড়বে এবং রিয়েল-টাইম ডেটা সরবরাহ করবে।

ভারতে আখের চাষে ৫ কোটিরও বেশি কৃষক নিযুক্ত আছেন এবং পাঁচ লক্ষে-রও বেশি শ্রমিক সরাসরি চিনি মিলগুলিতে নিযুক্ত আছেন। তদুপরি, লক্ষ লক্ষ কৃষক মজুরি শ্রম ও পরিবহণের মতো সহকারি সেক্টরে জড়িত। সরকারের সাম্প্রতিক সি-দ্ধান্তগুলি ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ এবং স্বচ্ছ শিল্প অনুশীলনগুলি নিশ্চিত করে এই সমস্ত স্ব-ত্বাধিকারিরা সরাসরি উপকৃত হবে।

◆◆◆

ডেয়ারি সমবায়গুলির পরিসর বাড়ছে

- দুধ প্রক্রিয়াকরণে ডেয়ারি সমবায়গুলির অবদান ১৪% থেকে ২২% করার লক্ষ্য
- সমবায় ডেয়ারির প্রতিদিনের দুধ সংগ্রহ ৬৬০ লক্ষ কেজি থেকে পাঁচ বছরে ১,০০৭ লক্ষ কেজিতে বাড়ানোর লক্ষ্য

সহকার উদয় টিম

সমবায় খাতের মাধ্যমে হোয়াইট রিভোলিউশন ২.০'এ সূচনার প্রস্তুতি এখন পুরোদমে চলছে। প্রাথমিক লক্ষ্য হল প্রাণিসম্পদ পালনকারী, গোপালক কৃষক এবং ছোট এবং ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। দুধ উৎপাদন, সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায় খাতের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে এটি লক্ষ্য পূরণ করা হবে।

এই দ্বিতীয় হোয়াইট রিভোলিউশন সাফল্য নিশ্চিত করতে, বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে সমর্থন একত্রিত করা হচ্ছে। দেশজুড়ে এক লক্ষ ডেয়ারি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার একটি মূল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে প্রতিটি গ্রামে ডেয়ারি সমবায় থাকে। গ্রাম পর্যায়ে দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাটি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নতুন উচ্চ প্রযুক্তির দুধ প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করা হবে, যার ফলে দুধ সংগ্রহ এবং বিক্রয় উভয়ই বাড়বে। এই কৌশলী পরিকল্পনা শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান দেশীয় চাহিদা মেটাতেই নয়, বিশ্ববাজারে ভারতীয় ডেয়ারিজাত পণ্যগুলির যোগান জোরদার করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই মিশনকে সমর্থন করার জন্য, জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনসিডিসি) মাল্টি-ডেয়ারি পিএসিএসকে (এমপিএসিএস)আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য এগিয়ে এসেছে। সারা দেশে প্রায় ১০,০০০ এমপিএসিএস ইউনিট আর্থিক সহায়তা পাবে, প্রতিটি সমবায়কে ন্যূনতম ৪০,০০০ টাকার সহায়তা দেওয়া হবে।

হোয়াইট রিভোলিউশন ২.০ দুধ সংগ্রহ, পরীক্ষা, শীতলকরণ, রসদ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের পুরো পরিকাঠামোকে শক্তিশালী

প্রকল্পের সুবিধা

দুধ সংগ্রহ, পরীক্ষা, শীতল, রসদ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করা ডেয়ারি ভ্যালু চেনের শক্তি বৃদ্ধি

--ছোট গোপালক কৃষকদের জন্য বাজারে প্রবেশ, ন্যায্য এবং পারিশ্রমিক মূল্য নিশ্চিত করা

-প্রাথমিক ডেয়ারি সমিতিগুলির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে সমর্থন

দুগ্ধ সমবায় সমাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

হোয়াইট রিভলিউশান ২.০: একটি জীবিকা কেন্দ্রিক বদল

২০৩০ সালের মধ্যে মোট দুধ উৎপাদন ২৩ কোটি টন থেকে ৩০ কোটি টন বাড়ানো

- ডেয়ারি খাতে দুধ সংগ্রহ হোয়াইট রেভোলিউশন ২.০ এর অধীনে ১.৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে
- মূল উদ্দেশ্য: সমবায়গুলির সাথে দেশের সমস্ত গোপালক কৃষক পরিবারকে যুক্ত করা
- প্রায় ২.৭ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই পর্যায়ে পিএসিএসের সাথে যুক্ত হবে
- দেশজুড়ে এক লক্ষ ডেয়ারি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

> হোয়াইট রেভোলিউশন ২.০ মহিলাদের স্বনির্ভরতা এবং ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মা এবং বোনরা দুধ উৎপাদন এবং সমবায় ডেয়ারিতে গভীরভাবে নিযুক্ত রয়েছে। ডেয়ারি খাতের মত অন্য কোনও ক্ষেত্র নারীদের স্বাবলম্বী এবং আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত করার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। অনেক রাজ্য জুড়ে এর সফল উদাহরণ রয়েছে। শুধুমাত্র গুজরাটেই, ৩৬ লক্ষ মহিলা ডেয়ারি খাতে নিযুক্ত রয়েছেন যা থেকে ৬০,০০০ কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে। আমুল বিশ্বের অন্যতম বিশ্বস্ত খাদ্য ব্র্যান্ড হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
>
> - শ্রী অমিত শাহ
>
> কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

করতে প্রস্তুত, যার ফলে দুধের ভ্যালু চেন জোরদার করা হবে। এটি জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বুস্টার ডোজ হিসাবে দেখা হচ্ছে। সমবায় মন্ত্রালয়ের চালু করা এই উদ্যোগটি প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের জীবনে ইতিবাচক বদল আনছে। ফিশারি, অ্যানিমাল হাসবেন্ড্রি অ্যান্ড ডেয়ারি মন্ত্রকের সাহায্যে সমবায় মন্ত্রক আগামী পাঁচ বছরে ভারতের মোট দুধ উৎপাদনে সমবায় ডেয়ারির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

ডেয়ারি খাতে স্বাবলম্বী ভারত এখন বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী। দেশের বার্ষিক দুধ উৎপাদন ২৩৯ মিলিয়ন টন ছাড়িয়ে গেছে, যা ২০২৩ সালের মধ্যে ৩০০ মিলিয়ন টনে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ২৪.৬৪% দুধ উৎপাদন করছে। তবে, সমবায়গুলি এর মধ্যে কেবল ১৪% যোগান দেয়। আগামী পাঁচ বছরের লক্ষ্য হ'ল সমবায় খাতের অংশ ২২% এ উন্নীত করা। জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) এই লক্ষ্য অর্জনে নোডাল ভূমিকা পালন করবে। পরিকল্পনার মধ্যে দুধের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি সমবায় ডেয়ারিগুলির সাথে আরও বেশি সংখ্যক প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের যুক্ত করাও রয়েছে।

◆◆◆

International Year of Cooperatives 2025

কৃষকদের জন্য গোবরকে সম্পদে পরিণত করা

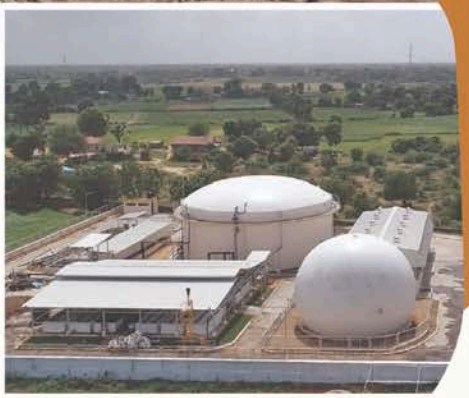

- এনডিডিবি সারা দেশে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করতে মউ সাক্ষর
- গোবর থেকে আয় এবং জৈব কৃষিকাজকে সাহায্য করার কৌশল

সহকার উদয় টিম দ্বারা

হোয়াইট রিভোলিউশন ২.০'র মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন এবং উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় ডেয়ারি খাতে সুস্থায়ি এবং সর্বব্যাপী বৃদ্ধির প্রচার করছে। দুধের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি, গরু এবং মহিষের গোবর ব্যবহারের মাধ্যমে গোপালক এবং প্রাণিসম্পদ মালিকদের আয় বাড়ানোর দিকেও মনোনিবেশ করা হচ্ছে।

জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) এই উদ্যোগের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে। একটি পাইলট প্রকল্প ইতিমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ২৬শে মার্চ নয়াদিল্লিতে ১৫টি রাজ্য থেকে দুগ্ধ ফেডারেশন অনুষ্ঠিত "ডেয়ারি সেক্টরে সুস্থায়িতা ও পরিব্যাপ্ততা" কর্মশালার সময় সারা দেশে বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং কমপ্রেসড বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থাপন করে। এনডিডিবি এই উদ্যোগের আওতায় বায়োগ্যাস প্লান্ট প্রতিষ্ঠার জন্য এই ফেডারেশনগুলির সাথে মউ স্বাক্ষর করে।

> "গ্রামীণ অভিবাসন রোধ এবং ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গোপালন একটি মূল সমাধান হিসাবে উঠে আসছে। হোয়াইট রিভোলিউশন ২.০'র প্রাথমিক লক্ষ্য হল সুস্থায়িতা এবং পরিব্যাপ্ততা।"
>
> - শ্রী অমিত শাহ
>
> কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী এবং গ্লোবাল ডেয়ারি হাব খেতাবের গর্বিত অধিকারি। ডেয়ারি খাত কৃষি মোট মূল্য সংযোজন (জিভিএ)'এ উল্লেখযোগ্য ৩০% অবদান রাখে। এটি জীবিকা নির্বাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, বিশেষত ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য এবং গ্রামীণ অভিবাসন রোধে মূল ভূমিকা পালন করে। দুধ উৎপাদনের বাইরেও সরকার এখন গরুর গোবর থেকেও রোজগার এবং জৈব কৃষিকাজ প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করছে - এটি সুস্থায়ি এবং পরিব্যাপ্ত অর্থনৈতিক অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

এটি লক্ষ্য পূরণে, এনডিডিবি সারা দেশে বায়োগ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনায় কাজ করছে। প্রায় ৩০ কোটি গবাদি পশু (গরু ও মহিষ) সহ ৫৩ কোটিরও বেশি গবাদি পশুর সাথে ভারতের জৈব সার, জৈব জ্বালানী এবং পরিষ্কার শক্তি উৎপাদন করতে গোবর ব্যবহারের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

এর প্রচারের জন্য, এনডিডিবি, এনডিডিবি সাস্টেন প্লাস প্রকল্পের অধীনে অর্থায়ন চালু করেছে। ছোট এবং বৃহত আকারের বায়োগ্যাস এবং কমপ্রেসড বায়োগ্যাস প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করার জন্য ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ সহ একটি নতুন আর্থিক প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। এই তহবিল পরবর্তী দশকে বিভিন্ন সার ম্যানেজমেন্ট মডেলকে সম্প্রসারণ করতে, কৃষকদের আয় বাড়াতে এবং গোপালনে সুস্থায়ি অনুশীলনগুলি প্রচার করতে সাহায্য করবে।

পরিব্যপ্ত অনুশীলন এবং জৈব কৃষি প্রচার

গোবর থেকে জ্বালানী এবং জৈব সার উৎপাদনকে ডেয়ারি অপারেশনে যুক্ত করে কৃষকরা আয়ের নতুন উৎস দেখতে পাবেন। জৈব সারের ব্যবহার ফলন বাড়াবে, খাদ্য সুরক্ষা এবং খামারের লাভ বাড়িয়ে তুলবে।

সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সাথে, ঐতিহ্যগত অসংগঠিত ডেয়ারি খাত দ্রুত একটি কাঠামোগত এবং আধুনিক বাস্তুতন্ত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব অনুশীলনের সাথে উদ্ভাবনকে একীভূত করে, ভারতের ডেয়ারি বিপ্লব কেবল সবুজ বিকাশকেই উৎসাহিত করছে না, লক্ষ লক্ষ কৃষকের সমৃদ্ধিও নিশ্চিত করছে।

প্রধান বায়োগ্যাস মডেলগুলি:

জাকারিয়াপুরা মডেল: জাকারিয়াপুরায়, তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি পরিবার পশুপালন, প্রধানত মহিষ পালনে যুক্ত। গ্রামবাসীদের প্রাথমিক জীবিকা হল দুধ উৎপাদন এবং বেশিরভাগ কৃষক আমুলকে দুধ সরবরাহ করে। ঐতিহ্যগতভাবে, কৃষকরা গোবর সংগ্রহ করে তাদের জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করেন যা দেশ জুড়ে এক সাধারণ প্রথা।

এনডিডিবি'র গোবর থেকে উপার্জনের একটি পাইলট প্রকল্পের অধীনে, প্রাণিসম্পদের মালিকানাধীন প্রতিটি পরিবারে ২ কিউবিক মিটার ক্ষমতার (প্রতিটি ব্যয় প্রায় ২৫,০০০ টাকা)'এর বায়োগ্যাস প্লান্ট ইনস্টল করা হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ছিল ১.২ কোটি টাকা।এই প্লান্টগুলি প্রতিদিন প্রায় ২৪,০০০ লিটার স্লারি (তরল সার) উৎপাদন করে, যা সরাসরি জমিতে ব্যবহৃত হয় বা প্রক্রিয়াজাত করে জৈব সার তৈরি করা হয়।

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের পরে, আমুল বায়োগ্যাস স্লারি সংগ্রহ করতে শুরু করে এবং এটিকে ভ্যালু-এডেড জৈব সারে রূপান্তর করতে শুরু করে। এই উদ্যোগ গ্রামবাসীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস হয়ে ওঠে এবং প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উভয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। তদুপরি, বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে পাওয়া বায়োগ্যাস রান্নার জন্য পরিবারগুলিকে বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয় যাতে তাদের জ্বালানী খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়।

ফলস্বরূপ, কৃষকদের আয় অনেক ক্ষেত্রে তিনগুণ পর্যন্ত বেড়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, অ-স্তন্যদায়ী বা বয়স্ক গবাদি পশুদের পালন করা আর্থিক বোঝা হিসাবে দেখা হত। কিন্তু, এই মডেলের অধীনে এই জাতীয় প্রাণীও আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে। এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, কৃষকদের স্পষ্টত আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে, দেশজুড়ে এই মডেলটিকে অনুসরণ করার পরিকল্পনা চলছে।

বানাস মডেল: গুজরাটের বানাসাকান্থা জেলায়, বানাস ডেয়ারি একটি সফল মডেল তৈরি করেছে যা গোবর থেকে বায়োগ্যাস এবং স্লারি (তরল অবশিষ্টাংশ)তৈরি করে। তারপর বায়োগ্যাসকে শুদ্ধ করে বায়ো-সিবিজি (কমপ্রেসড বায়োগ্যাস) এবং বায়ো-সিএনজি তৈরি করা হয় যা যানবাহনের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ রক্ষা এবং সুদক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে এই স্লারিকে জৈব সারে প্রক্রিয়াজাত করে চাষজমিতে ব্যবহার করা হয়। কাঁচা গ্যাসটি কম্প্রেস করে একে পরিবেশ বান্ধব স্বয়ংচালিত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় যা সবুজ শক্তির ব্যবহারের প্রচার করে। এই উদ্যোগকে সমর্থন করতে, বানাস ডেয়ারি তার নিজস্ব বায়ো-সিএনজি জ্বালানী স্টেশন প্রতিষ্ঠা করে যা সাফ জ্বালানীকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছে।

বারাণসী মডেল: বারাণসী মডেলে, বড় বায়োগ্যাস প্লান্টগুলি ডেয়ারি প্লান্টের কাছে ইনস্টল করা হয়। উৎপাদিত বায়োগ্যাস এই ডেয়ারি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলির তাপ এবং শক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই মডেলে খুব বেশী পরিমাণে গরুর গোবর প্রয়োজন হয়, যা নিকটবর্তী গোশালা (গরু আশ্রয়কেন্দ্র) এবং স্থানীয় প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের থেকে নেওয়া হয়। কৃষকদের জন্য, গোবর বিক্রি আয়ের একটি অতিরিক্ত উৎস হয়ে উঠে তাদের একটি সুস্থায়ি শক্তি বাস্তুতন্ত্রে সংহত করে।

ভারত জুড়ে এই গোবর-ভিত্তিক আয়ের মডেলগুলির সাফল্যের প্রতিলিপি তৈরি করতে, এনডিডিবি দেশব্যাপী দুধ ফেডারেশনগুলির সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে। এই উদ্যোগটি কেবল কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে নয় বরং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং জৈব সারের একটি শক্তিশালী বাজার বিকাশে সাহায্য করবে। এই পরিকল্পনাটি দেশব্যাপী প্রয়োগ করা হলে এটি আনুমানিক ২২ লক্ষ নতুন চাকরি তৈরি করতে পারে। এনডিডিবি বায়োগ্যাস সেক্টরে পাইলট প্রকল্প হিসাবে আগামী দুই বছরে ২৫০টি জেলা স্তরের দুগ্ধ উৎপাদক ইউনিয়নগুলিতে এই মডেলটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে। এছাড়া, জৈব সারের ১০০% ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগে গ্রামীণ ডেয়ারি এবং দুধ ইউনিয়নগুলির সাথে জড়িত কৃষকদের এক করার প্রচেষ্টা চলছে - বিশেষত যারা এখনও সমবায় কাঠামোর সাথে জড়িত নয়।

◆◆◆

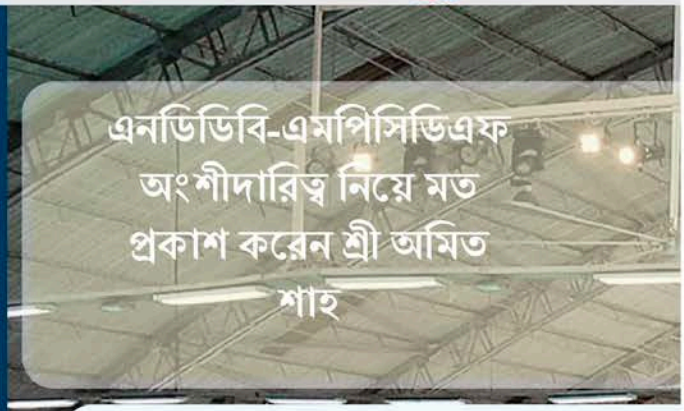

এনডিডিবি-এমপিসিডিএফ অংশীদারিত্ব নিয়ে মত প্রকাশ করেন শ্রী অমিত শাহ

সহকার উদয় টিম

দুধ উৎপাদনে সমবায় দুগ্ধ সমিতিগুলির ভূমিকা বাড়ানোর একটি বড় পদক্ষেপে মধ্য প্রদেশ সমবায় ডেয়ারি ফেডারেশন (এমপিসিডিএফ) জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ডের (এনডিডিবি) এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। এর লক্ষ্য হল রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে সমবায় ডেয়ারি নেটওয়ার্ক প্রসার করা। এই উদ্যোগকে সমর্থন করতে, জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনসিডিসি) সমবায় দুগ্ধ খাতের বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে।

ভোপালে অনুষ্ঠিত রাজ্য-স্তরের সমবায় সম্মেলনে বক্তব্য রেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেন, "মধ্য প্রদেশ প্রতিদিন ৫.৫ কোটি লিটার দুধ উৎপাদন করে, যা দেশের মোট দুধ উৎপাদনের ৯%। শ্রী শাহ আরও উল্লেখ করেন যে মধ্য প্রদেশের ৩.৫ কোটি লিটার দুধের উদ্বৃত্ত রয়েছে, তবে এর মাত্র ২.৫% সমবায় ডেয়ারি দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে, রাজ্যের মাত্র ১৭% গ্রামে দুধ সংগ্রহের পরিকাঠামো রয়েছে যার স্পষ্ট উন্নতি প্রয়োজন।

এনডিডিবি এবং রাজ্য সমবায় দুগ্ধ ফেডারেশনের যুগ্ম সহযোগিতায়, এখন রাজ্যের ৮৩% গ্রামে সমবায় ডেয়ারি প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে দুধের প্রতিদিনের চাহিদা ১.২০ কোটি লিটার থাকলেও কৃষকরা এই চাহিদা থেকে ন্যায্য লাভ অর্জন করতে অক্ষম। এই চুক্তির আওতায় কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০% গ্রামে প্রাথমিক সমবায় দুধ উৎপাদনকারী সমিতি প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করেন। এই লক্ষ্য অর্জন করা হলে সমবায় খাতের দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এটি কৃষকদের সরাসরি নগদ আয় নিশ্চিত করবে, যার ফলে তাদের অর্থনৈতিক উত্থান হবে।

পশুপালক কৃষকদের ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরে শ্রী অমিত শাহ বলেন যে কৃষকরা খোলা বাজারে দুধ বিক্রি করতে গেলে শোষণের শিকার হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে লক্ষ্য হল প্রতিটি গ্রামের কৃষককে একটি ডেয়ারি সমবায়ের সাথে দ্রুত সংযুক্ত করা। একই সময়ে, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে যেখানে পনির, দই, বাটারমিল্ক এবং মাঠার মত মূল্য সংযোজক দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি নিশ্চিত করে যে আয় সরাসরি কৃষকদের

এনসিডিসি ডেয়ারি খাতের আর্থিক চাহিদা পূরণে প্রতিশ্রুত

কাছে পৌঁছায়।

আসন্ন দিনগুলিতে, মধ্য প্রদেশকে অবশ্যই প্রাথমিক ডেয়ারির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, দুধ সংগ্রহ বাড়ানো, প্রাণিসম্পদকে সঠিক মাণের খাদ্য সরবরাহ এবং তাদের জাত উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে যাতে প্রতিটি প্রাণী আরও দুধ দেয়। এছাড়া, বেশী লাভে প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করতে কৃষকদের সক্ষম করতে অবশ্যই দুধ প্রক্রিয়াকরণ ইউ-নিটগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রীর মতে, কৃষকদের পণ্যের গুণমান ধরে রাখতে এবং প্রতি সপ্তাহে তাদের পাওনা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য, এমপিসিডিএফকে অবশ্যই নীতি প্রণয়ন এবং ব্র্যান্ডিং-য়ের দায়িত্ব নিতে হবে। কমপক্ষে ৫০% গ্রামকে ডেয়ারি খাতের সাথে যুক্ত করতে এবং কৃষকদের উপকৃত করার জন্য এনডিডিবি এবং এমপিসিডিএফকে খুব জোড় দিয়ে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন যে কৃষকদের তাদের উৎপাদিত দুধ থেকে ১০০% সুবিধা পাওয়া উচিত; তবেই দুধের উৎপাদন বাড়তে

■ মধ্য প্রদেশের দুধ উৎপাদনে সমবায় দুগ্ধ সমিতিগুলির ভূমিকা জোরদার করতে চুক্তি স্বাক্ষরিত

পারে। মধ্য প্রদেশ সরকারের সাহায্যে মোদী সরকার রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে প্রতিটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। সমবায় খাতকে পুনরুদ্ধার করার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ এবং রাজ্যের উচিত এর পুরো সুবিধা নেওয়া। রাজ্য কৃষিক্ষে-ত্র, পশুপালন এবং সমবায়ে প্রচুর সম্ভাবনা রাখে -এই তিনটি খাতকে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে অনেক কাজ করতে হবে।

সমবায় মন্ত্রক গঠনের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমবায় খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। খাতটি এখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার পিএসিএসকে পু-নরুজ্জীবিত করেছে, ডেয়ারি খাতের প্রচার করেছে, উৎপাদন ক্ষেত্রে সমবায় নিয়ে আসা এবং নগর সমবায় ব্যাঙ্ক, জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির সুচারু কার্যক্রম নিশ্চিত করার দিকে কাজ করেছে।

সমবায় মন্ত্রকের প্রথম পদক্ষেপ ছিল পিএসিএসের জন্য মডেল উপ-আইন তৈরি করা এবং রাজ্য সরকারদের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। সমস্ত রাজ্য এই মডেল উপ-আইন গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপটি সমবায় খাতে নতুন প্রাণশক্তি যোগাবে। যতক্ষণ না পিএসিএসগুলি শক্তিশালী হয়, ততক্ষণ একটি শক্তিশালী তিন-স্তরের সমবায় কাঠামো স্থাপন করা সম্ভব নয়। পূর্বে, পিএসিএসগুলি শুধু স্বল্প-মেয়াদী কৃষি ঋণ দিত ও তাদের আয় সীমিত ছিল। আজ, পিএসিএস ২০টিরও বেশি পরিষেবা দিতে পারে এবং নতুন সংস্কারগুলি তাদের উপার্জন বাড়াতে সাহায্য করছে।

পিএসিএসের মাধ্যমে সমস্ত পরিষেবা উপলব্ধ

পিএসিএস(প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি)এখন জন ঔষধি কেন্দ্র, জল বিতরণ এবং সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র সহ বিভিন্ন পরিষেবা দিতে অনুমোদিত। আজ, পিএসিএসের মাধ্যমে ৩০০টিরও বেশি স্কিম উপলব্ধ। রেলওয়ে টিকিট, বিদ্যুতের বিল, জলের বিল, বা জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র প্রাপ্তির মতো পরিষেবার জন্য গ্রামের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। এই সমস্ত পরিষেবা এখন পিএসিএসে উপলব্ধ।

পিএসিগুলি এখন সার ডিলার হিসাবেও কাজ করতে পারে, পেট্রোল পাম্প স্থাপন করতে পারে, রান্নার গ্যাস বিতরণ করতে পারে এবং এমনকি 'হর ঘর নল' স্কিমও চালাতে পারে। নতুন উপ-আইনগুলির অধীনে, পিএসিএস, ডেয়ারি সমবায় এবং মৎস্যপালন সমবায়কে একাধিক-উদ্দেশ্যমূলক পিএসিএস (এমপিএসিএস)গঠনে একীভূত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে সমস্ত পিএসিএস কম্পিউটারাইজ করতে ২৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। মধ্য প্রদেশ পিএসিএস কম্পিউটারাইজেশনের ক্ষেত্রে দেশে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কম্পিউটারাইজেশনের সাথে তারা এখন কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নাবার্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে। অনলাইন অডিটের প্রবর্তন সমবায় খাতে স্বচ্ছতা এনেছে।

শ্রী অমিত শাহ উল্লেখ করেন যে কম্পিউটারাইজড পিএসিএস এখন ১৩টি ভাষায় কাজ করছে।কেন্দ্রীয় সরকার পিএসিএসের জন্য সফ্টওয়্যার তৈরি করেছে যা কৃষকদের তাদের স্থানীয় ভাষায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্য প্রদেশে এটি হিন্দিতে, গুজরাটে গুজরাটিতে, বাংলায় বাংলাতে এবং তামিলনাড়ুতে তামিলে থাকবে। তিনি আরও যোগ করেন যে মোদী সরকার নির্মিত জাতীয় স্তরের সমবায়গুলি - এনসিইএল, এনসিওএল, এবং বিবিএসএসএল কৃষকদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য, রপ্তানির একটি প্ল্যাটফর্ম এবং সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লাভ জমা দেওয়া নিশ্চিত করে।

◆◆◆

9% মধ্য প্রদেশ ভারতের মোট দুধ উৎপাদনের ৯% অবদান রাখে।

3.5 crore liters রাজ্যে প্রতিদিন ৩.৫ কোটি লিটার উদ্বৃত্ত দুধ উৎপাদিত হয়।

1.20 crore liters শহরাঞ্চলে দুধের দৈনিক চাহিদা ১.২০ কোটি লিটার।

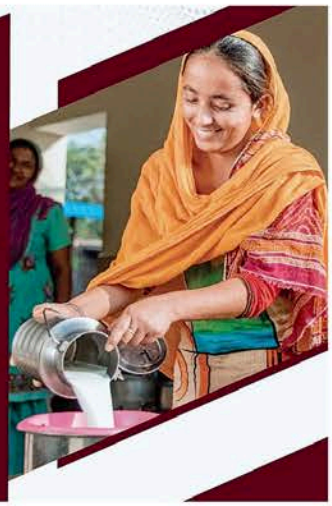

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পূর্ব উত্তর প্রদেশের ১ লক্ষ পশুপালক কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা

পূর্ব উত্তর প্রদেশের দুধ উৎপাদকদের জীবন বদলে দেবে বানাসকাঁথা ডেয়ারি

10Yrs গত দশ বছরে, ভারত ৬৫% উৎপাদন বাড়িয়ে বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদক হয়ে উঠেছে।

20,000 ২০,০০০' এরও বেশি ডেয়ারি সমবায় দুধ সংগ্রহ কেন্দ্রগুলি চালাচ্ছে।

₹10Cr বানাসকাঁথা ডেয়ারি ১০০ কোটি টাকার বোনাস বিতরণ করেছে।

সহকার উদয় টিম

কাশীতে বানাসকাঁথা ডেয়ারির রূপান্তরকারী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তুলে ধরেন যে কীভাবে এই ডেয়ারি এই অঞ্চলে উচ্চমানের গরু বিতরণ করেছে, যা ক্রমাগত সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে বারাণসী-তে একটি যথাযথ প্রাণী ফিড ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গোপালক কৃষ-কদের কঠোর পরিশ্রমকে পুরস্কৃত করেছে এবং স্থানীয় ডেয়ারির আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষমতায়িত করেছে। তিনি পূর্ব উত্তর প্রদেশের প্রায় এক লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করার জন্য তাদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের জীবিকা জোরদার করার জন্য ডেয়ারি খাতের প্রশংসাও করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বানাসকাঁথা ডেয়ারির সাথে যুক্ত প্রাণিসম্পদ পরিবারগুলিতে বোনাস বিতরণের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে ১০০ কোটি বোনাস উপহার নয়, তাদের কঠোর পরিশ্রম ও উৎসর্গের পুরস্কার। এই প্রচেষ্টা পূর্ব উত্তর প্র-দেশের অনেক মহিলাকে 'লক্ষপতি দিদি' হয়ে উঠতে সক্ষম করেছে, তাদের জীবিকা নির্বাহের উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে এসেছে। এই অগ্রগতি কেবল বারাণসী এবং উত্তর প্রদেশে নয় পুরো দেশ জুড়ে দৃশ্যমান। লক্ষ লক্ষ কৃষক এবং পশুপালকের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, ভারত দুধ উৎপাদনে বিশ্বনেতা হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে গত দশ বছরে ভারত ৬৫%বৃদ্ধি করে, বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিশন মোডে ডেয়ারি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগের ইঙ্গিত করেন, যার মধ্যে পশুপালক কৃষকদের কিসান ক্রেডিট কার্ডের সুবিধার সাথে যুক্ত করা, ঋণের সীমা বৃদ্ধি এবং ভর্তুকি কর্মসূচি চালু করা। তিনি পশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পা এবং মুখের রোগের (এফএমডি) বিরুদ্ধে বিনামূল্যে টিকা কর্মসূচীর হাইলাইট করেনাঅধিকন্তু, সংগঠিত দুধ সংগ্রহের জন্য ২০,০০০ এরও বেশি ডেয়ারি সমবায়কে পুনরায় সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়েছে যেখানে লক্ষ লক্ষ নতুন সদস্য যোগদান করেছে। বানাসকাঁথা ডেয়ারির সাথে যুক্ত দুধ সরবরাহকারী-দের বোনাসে ১০৫ কোটি টাকার বেশি বিতরণ করার পরে, প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতীয় গোকুল মিশনের তাত্পর্য তুলে ধরেন যা দেশীয় গবাদি পশু জাতের গুণমান বিকাশ ও উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। মোদী প্রাণিসম্পদ পালনকারী পরিবারগুলিকে, বিশেষত পূর্ব উত্তর প্রদেশের কঠোর পরিশ্রমী মহিলাদেরকে এই ক্ষেত্রটিতে এক নতুন উদাহরণ স্থাপনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে যখনই মহিলাদের ওপর ভরসা করা হয় তখনই তারা ইতিহাস তৈরি করেন।

বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত বানাসকাঁথা ডেয়ারি পূর্ব উত্তর প্রদেশের প্রাণিসম্পদ কৃষক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করছে। ডেয়ারিটি কৃ-ষকদের উচ্চমানের দুগ্ধ গবাদি পশু সরবরাহ করছে এবং দুধ উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক কৌশল সেখাচ্ছে। এছাড়া, প্রাণিদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্য পশু ফিড বিতরণ করা হচ্ছে।

◆◆◆

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসীতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি উন্মোচন করেন

বারাণসী: বৈচিত্র্যের এক রূপ

₹3,880
প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বলেন, "কাশী আমার, এবং আমি কাশির"

₹45,000
ঐতিহ্যের সাথে বিকাশ জুড়ে কাশী অগ্রগতির সেরা মডেল হয়ে উঠছে

10 Years

সহকার উদয় টিম

- প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বলেন, "কাশী আমার, এবং আমি কাশির
- ঐতিহ্যের সাথে বিকাশ জুড়ে কাশী অগ্রগতির সেরা মডেল হয়ে উঠছে

আধুনিকতাকে গ্রহণ করার সময়, কাশি তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষণই করেনি, আত্মবিশ্বাসের সাথে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতেও পা রেখেছে। ভগবান মহাদেবের ইচ্ছায় গঠিত এই প্রাচীন শহর এখন পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্রে একটি গতিময় কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হচ্ছে। উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ৩,৮৮০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনকালে স্থানীয় সাংসদ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুভূতি ভাগ করে নেন।

কাশির সাথে তাঁর গভীর সংবেদনশীল সংযোগের কথা বলতে গিয়ে শ্রী মোদী বলেন, "কাশী আমার, এবং আমি কাশির।" শহরকে ক্ষমতায়ন, এর সৌন্দর্য সংরক্ষণ এবং এর অসীম মানসকে এক আধুনিক পরিচয় দেওয়ার জন্য সম্মিলিত প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কাশী সংরক্ষণের অর্থ ভারতের আত্মাকে রক্ষা করা।

গত দশকে বেনারসের রূপান্তরকে তুলে ধরে তিনি উল্লেখ করেন যে এই অঞ্চলে উন্নয়ন অভূতপূর্ব গতি পেয়েছে। কাশী এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য অংশে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনার কথা উল্লেখ করে তিনি পরিকাঠামোর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, প্রতিটি পরিবারের কাছে কলের জল সরবরাহ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের সুবিধা প্রসারিত করার উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগগুলি কাশির প্রতিটি বাসিন্দাকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে।

প্রতিটি অঞ্চল, পরিবার এবং যুবাদের আরও ভাল সুযোগ -সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে এই প্রচেষ্টাগুলি পূর্বাঞ্চলকে এক উন্নত অঞ্চলে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ভারতের যাত্রার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশিকে এই মডেলের সেরা উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি কাশিকে ভারতের আত্মা এবং এর বৈচিত্র্যের এক সুন্দর প্রতিনিধি হিসাবে প্রশংসিত করেন। তিনি কাশির প্রতিটি পাড়া কীভাবে একটি

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাশী ভারতে শীর্ষস্থা-নীয় হয়ে উঠছে

স্বাস্থ্যসেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে কাশি কেবল হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছে না, রোগীদের মর্যাদাপূর্ণ চিকিতসাও নিশ্চিত করছে। তিনি আয়ুষ্মান ভারত যোজনাকে বঞ্চিতদের জন্য এক বর হিসাবে তুলে ধরে উল্লেখ করেন যে উত্তর প্রদেশ ও বারাণসী জুড়ে লক্ষ লক্ষ লোক এই প্রকল্পটি থেকে উপকৃত হয়েছে, যা অসংখ্য পরিবারের কয়েক কোটি টাকা বাঁচিয়েছে।

প্রবীণদের জন্য সদ্য চালু হওয়া আয়ুশমান ভেয় বন্দনা যোজনার কথা উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই প্রকল্পটি আয় নির্বিশেষে ৭০ বছরের বেশি বয়সের প্রতিটি প্রবীণ নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার গ্যারান্টি দেয়। তিনি জানান যে প্রায় ৫০,০০০ ভেয় বন্দনা কার্ড ইতিমধ্যে বারাণসীতে জারি করা হয়েছে। আয়ুষ্মান কার্ডের সাহায্যে সরকার এখন নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবার আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী , "স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাশী এখন দেশে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠছে" বলে বোঝান যে মানুষের কাছে উচ্চমানের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই উন্নয়নের মূল বিষয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উত্তর প্রদেশের উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে রাজ্যটি কেবল তার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তার মানসিকতাও পরিবর্তন করেছে। "এটি এখন কেবল সম্ভাবনার একটি দেশ নয়, সম্ভাবনা এবং সাফল্যের একটি দেশ," তিনি যোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী "মেড ইন ইন্ডিয়া" পণ্যগুলির ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন, যার মধ্যে অনেকগুলি এখন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের মর্যাদা পাচ্ছে। বারাণসী এবং আশেপাশের জেলাগুলির ৩০ টিরও বেশি পণ্য ভৌগলিক ইঙ্গিত (জিআই) ট্যাগ পেয়েছে, যা দেশীয় পণ্যের পরিচয় পাসপোর্ট হিসাবে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে বারাণসীর তবলা, শেহনাই, ওয়াল পেইন্টিংস, ঠান্ডাই, স্টাফড লাল মরিচ, লাল পেড়া এবং তিরঙ্গা বরফি। সম্প্রতি এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় যুক্ত হয় জৌনপুরের ইমার্তি, মথুরার সানঝি আর্ট, বুন্দেলখণ্ডের কাঠিয়া গম এবং পিলিভিটের বাঁশি। প্রয়াগরাজের মুঞ্জ ক্রাফট, বেরিলির জারদোজি এমব্রয়ডারি, চিত্রকুটের কাঠের কারুশিল্প এবং লক্ষিমপুর খেরির থারু জারদোজিকেও জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে।

জৌনপুরের ইমারতি, মথুরার সাঞ্জি কলা, বুন্দেলখণ্ডের কাঠিয়া গম এবং পিলিভিটের বাঁশি জিআই ট্যাগ পেয়েছে।

অনন্য সংস্কৃতি প্রতিফলিত করে এবং প্রতিটি রাস্তায় কীভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রঙ প্রদর্শন করে তা নিয়ে কথা বলেন।

কাশী-তামিল সঙ্গমমের মতো উদ্যোগে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দেন যে এই ধরনের প্রচেষ্টা দেশজুড়ে ঐক্যের ধারাকে শক্তিশালী করবে। তিনি কাশিতে একটি একতা মল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন যা ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে একই ছাদের নীচে প্রদর্শন করবে এবং সারা দেশের বিভিন্ন জেলার পণ্য তুলে ধরবে।

তার আমলে পরিকাঠামো এবং সুযোগ -সুবিধা উন্নয়নের মূল সাফল্যগুলি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান যে কাশির রাস্তা,

রেলওয়ে স্টেশন এবং বিমানবন্দরের রূপান্তর দর্শনার্থীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে কয়েক লক্ষ মানুষ বাবা বিশ্বনাথের উপাসনা করতে এবং গঙ্গায় একটি পবিত্র ডুব দেওয়ার জন্য প্রতিদিন বারাণসিতে আসেন।

একটা সময় ছিল যখন বেনারসে ছোটখাট উৎসবেও ধুলো আর গরমে যানজট এবং অস্বস্তি বেড়ে যেত। সেই অতীতকে স্মরণ করে তিনি বলেন যে ফুলওয়ারিয়া ফ্লাইওভার নির্মাণের মতো কাজগুলি ভ্রমণের সময় হ্রাস করেছে, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবন উন্নত করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে রিং রোডের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় কয়েক ঘন্টা দীর্ঘ ট্র্যাফিক জ্যাম কমে গিয়েছে যা জৌনপুর ও গাজীপুরের গ্রামের মানুষদের এবং বাল্লিয়া এবং মাউয়ের মতো জেলার মানুষদের জন্য বিমানবন্দরে পৌঁছনো আরও সহজ এবং দ্রুততর করেছে। শ্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন যে বারাণসী এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে যোগাযোগ উন্নত করতে গত ১০ বছরে ৪৫,০০০ কোটিরও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। চওড়া রাস্তা এবং বর্ধিত ট্র্যাফিক লিঙ্কগুলির সাথে, গাজীপুর, জৌনপুর, মিরজাপুর এবং আজমগড় এর মতো শহরগুলিতে ভ্রমণ দ্রুত এবং আরও আরামদায়ক হয়ে উঠেছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে আঞ্চলিক বিকাশকে বাড়িয়ে তুলবে।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিমানবন্দরের কাছে ছয় লেনের ভূগর্ভস্থ টানেলে নির্মাণের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগটি বারাণসীর আশেপাশের ভ্রমণকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে এবং উন্নত করবে। তিনি ভাদোহি, গাজীপুর এবং জৌনপুরের সংযোগকারী প্রকল্পগুলির প্রবর্তন এবং ভিখারীপুর এবং মাডুয়াদিহে দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত ফ্লাইওভারগুলি নির্মাণের কথাও উল্লেখ করেছেন, যার কাজ এখন চলছে।

শ্রী মোদী বারাণসী শহরকে সারনাথের সাথে সংযুক্ত করে আরও একটি নতুন ব্রিজ নির্মাণের কথা ঘোষণা করেন। ব্রিজটি তৈরি হলে, এটি প্রতিবেশী জেলার ভ্রমণকারীদের শহর পেরিয়ে সরাসরি সারনাথ পৌঁছে দেবে, যার ফলে যানজট হ্রাস এবং যাতায়াত উন্নত হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই উন্নয়নগুলি কেবল শহরের মধ্যে যোগাযোগ সহজ করবে না আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপকেও বাড়িয়ে তুলবে। তিনি কাশির সিটি রোপওয়ে প্রকল্পের সফল পরীক্ষার বিষয়েও কথা বলে উল্লেখ করেন যে চালু হওয়ার পর, বারাণসী বিশ্বব্যাপী নির্বাচিত শহরগুলির দলে যোগ দেবে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে বারাণসীতে প্রতিটি উন্নয়ন ও পরিকাঠামো প্রকল্প সরাসরি পূর্বাঞ্চলের যুবাদের উপকার করবে। তিনি বারাণসীতে নতুন স্টেডিয়াম এবং বিশ্বমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের কথা তুলে ধরেন, যেখানে এই অঞ্চলের শত শত তরুণ অ্যাথলিট প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। তিনি আরও যোগ করেন যে এমপি স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরাও এই নতুন কমপ্লেক্সে তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্রী অমিত শাহ রাজস্থানের কোটপুটলিতে সনাতন সম্মেলনকে সম্বোধন করেন

মোদী সরকার সামাজিক সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের সঙ্কল্প পূরণ করছে

108

-এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা ১০৮-কুন্ডিয়া রুদ্র মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের মাধ্যমে বাবা নাস্তিনাথ সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে একত্রিত করার মহৎ কাজ করছেন।

সহকার উদয় টিম

একসময় বাবা বলনাথ মহারাজ কর্তৃক গৃহীত সামাজিক সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রচারের মহৎ সংকল্প আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উপলব্ধ হচ্ছে। রাজস্থানের কোটপুটলী জেলার পাওটাতে অনুষ্ঠিত ১০৮-কুন্ডিয়া রুদ্র মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ এবং সনাতন সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এটি পুনরায় নিশ্চিত করেন।

বাবা বলনাথ মহারাজের সমাধিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পরে, শ্রী শাহ বলেন যে তাঁর জীবন - তপস্যা, ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা দ্বারা চিহ্নিত - আগত প্রজন্মকে পথ দেখাবে। বাবা বলনাথ দ্বারা অনুপ্রাণিত, বাবা নাস্তিনাথ গত ১৬ বছর ধরে এই আশ্রমে অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞ সংগঠিত করছেন। এক বছর আগে, তিনি ১০৮-কুন্ডিয়া মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ শুরু করেন, যেখানে সর্বস্তরের লোকেরা ভক্তিভরে অংশ নেন। বিশেষত রাম নবমীর পবিত্র উৎসব উপলক্ষে তিনি প্রকৃতির সুরক্ষার, সনাতন ধর্ম প্রচার এবং আত্মার বিশুদ্ধতার জন্য প্রার্থনা করেন।

শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে তিনি এমন এক অনন্য উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করেননি যা আধ্যাত্মিক জাগরণ, সামাজিক ঐক্য এবং পরিবেশকে একত্রিত করে। আশ্রম পরিদর্শন করা অসংখ্য ভক্তরা মাদকদ্রব্য ও দুর্বলচিত্ত ত্যাগ করে অনাসক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে চিরন্তন শিখা (অখণ্ড ধুনি) এক মহান যোগী দ্বারা শুরু করা হয়েছিল এবং বাবা নাস্তিনাথ ভক্তির সাথে তা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

মহাপ্রভু আদিনাথ থেকে ন'জন শ্রদ্ধেয় গুরু এবং তারপরে বহু কাণ্ডারির হাত ধরে নাথ ঐতিহ্য ধারাবাহিকভাবে সনাতন ধর্মকে ক্ষমতায়িত করেছে। এই ঐতিহ্যে, পবিত্র ধুনি, যা পাঁচটি উপাদান-পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশের মিলনে তৈরি, তার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি অর্জন করার পথ দেখা যায়।

ভারত অনেক সাধু, ঋষি এবং মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ভূমি এবং বাবা বলনাথ এমনই এক মহাযোগী। এই পবিত্র মাটিতে জন্মগ্রহণ করে তিনি তাঁর জীবনকে ধর্মের পথে উৎসর্গ করেন এবং ভারত এবং বিদেশে ৮৪ টি ধুনি (পবিত্র অগ্নিকুণ্ড) প্রতিষ্ঠা করেন। মানব অস্তিত্বের ৮৪টি চক্রকে অতিক্রম করে, বাবা বলনাথ সমাধি (চূড়ান্ত ধ্যানি অবস্থা) গ্রহণ করেন এবং তিনি যে জায়গায় সমাধি নিয়েছিলেন সেখানে তাঁর তীব্র তপস্যা আধ্যাত্মিকভাবে অভিযুক্ত হয়ে যায়।

এই পবিত্র স্থানটি হতাশাগ্রস্থ, হতাশ মানুষের জন্য চেতনা, অসহায়দের জন্য ধর্মের মাধ্যমে সমর্থন এবং নির্বাক প্রাণীদের প্রতি সমবেদনার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক জ্বরাগ্রস্ত মন ও মানুষ এখানে সান্ত্বনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

বাবা নাস্তিনাথ বাবা বলনাথের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন - সত্য ও তপস্যা, ত্যাগ ও সেবা, প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন এবং প্রাণী ও পাখির প্রতি সমবেদনার দৃষ্টি নিয়ে তিনি চলেছেন। তাঁর গুরুদের মতো তিনি জনকল্যাণ, সনাতন ধর্মের সুরক্ষা ও প্রচার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক সম্প্রীতির বিভিন্ন উদ্যোগ পরিচালনা করছেন।

◆◆◆

শ্রী অমিত শাহ মুম্বাইয়ের গুজরাটি সাহিত্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

দেশের উন্নয়নে গুজরাটি সাহিত্য ম্যাগাজিনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সহকার উদয় টিম

সমাজের জন্য সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সাহিত্যের সমর্থন ছাড়া সমাজ এগোতে পারে না। গুজরাটি সাহিত্যিক ম্যাগাজিনগুলি দেশের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহারাষ্ট্রের মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত গুজরাটি সাপ্তাহিক চিত্রলেখার ৭৫ তম ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপনের সময় এই চিন্তাভাবনাগুলি ভাগ করে নেন।

শ্রী শাহ বলেন যে চিত্রলেখার যাত্রা গুজরাটের সাহিত্য, সমাজ, জীবন এবং বিষয় সহ দেশের বৃহৎ চ্যালেঞ্জগুলিও তুলে ধরেছে। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত, ভারতের স্বাধীনতার পরেই, চিত্রলেখা ধারাবাহিকভাবে সামাজিক

■ ভারতের স্বাধীনতার পরে, চিত্রলেখা জনসাধারণের কাছে সামাজিক বিষয় এবং সাহিত্যের ধারা উভয়ই সঠিকভাবে তুলে ধরে।

75 বছরের এই যাত্রা গুজরাটের সাহিত্য, সমাজ, জীবনযাত্রা এবং গুজরাট এবং দেশের চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিফলন।

উদ্বেগ এবং সাহিত্যিক সাফল্যকে নির্ভুলতার সাথে তুলে ধরেছে। আকর্ষণীয় উপন্যাস প্রকাশের মাধ্যমে চিত্রলেখা সফলভাবে সমাজকে একত্রিত করতে অবদান রাখে এবং অনেক তরুণ গুজরাটি পাঠকদের পড়াশোনা এবং সাংস্কৃতিক শিকড়ের সাথে যুক্ত থাকতে অনুপ্রাণিত করে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে চিত্রলেখা তার পাঠকদের সাথে দৃঢ় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। এই সংযোগ তখনই সম্ভব যখন লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক নিবেদন, নিখাদ সঙ্কল্প এবং সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করার গভীর ইচ্ছা থাকে। শ্রী শাহ মন্তব্য করেন যে

গুজরাটি সাহিত্য পরিষদ ১৮৫৫ সালে বুদ্ধী প্রকাশ নামে একটি ম্যাগাজিন চালু করে। বুদ্ধী প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই সেই সময়ের সামাজিক রীতিনীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছিল। ১৮৭৬ সালে, নানালাল প্রতিষ্ঠিত সত্য বিহার অসাধারণ সামাজিক সচেতনতা তৈরি করে। এর পরে, ১৯১৯ সালে, মহাত্মা গান্ধী চালু করেন নবজীবন, যার মাধ্যমে তিনি আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তার সাথে জনসাধারণের কাছে কঠোর সত্য প্রকাশ করেন।

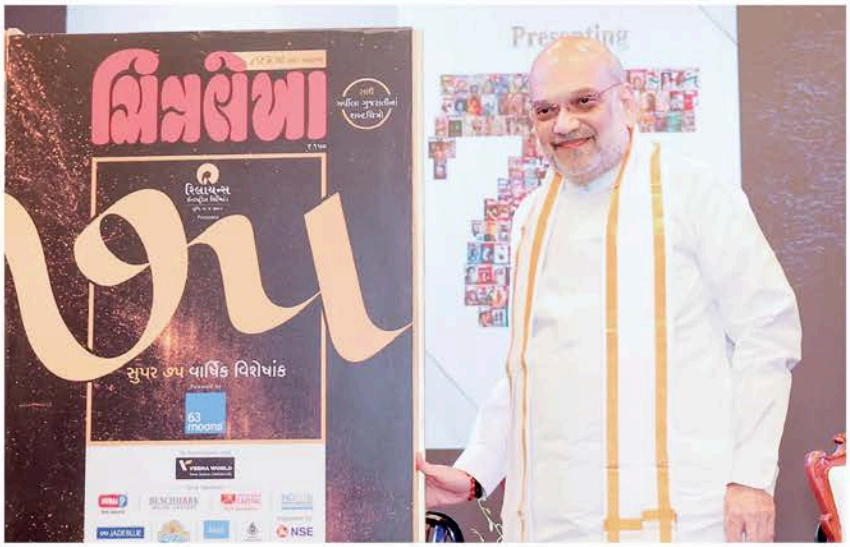

একটি সামাজিক সচেতন সাপ্তাহিক প্রকাশনা আমাদের জীবন এবং সম্প্রদায়কে বিভিন্ন উপায়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এমন এক সময়ে যখন ইংরেজী সাহিত্যের আধিপত্য গুজরাটি সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে, বাজুভাই প্রতিষ্ঠিত চিত্রলেখা সাহিত্য সংরক্ষণে এক উজ্জ্বল আলো হয়ে ওঠেন।

গুজরাটে আনামাত আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ স্মরণ করেন যে সমাজ যখন খণ্ডিত হওয়ার মুখে দাড়িয়ে ছিল, তখন চিত্রলেখা সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ রাখার দায়িত্ব নেয়। তথ্য-ভিত্তিক সাংবাদিকতা এবং সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতার মাধ্যমে এর বিশ্বাসযোগ্যতা ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্মিত হয়েছে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে তিনি যখন পড়তে শিখেছেন তখন থেকেই তিনি চিত্রলেখার নিয়মিত পাঠক। তা হারকিসান মেহতার উপন্যাস, তারাক মেহতার উল্টা চশমা বা প্রথম পৃষ্ঠায় কার্টুনগুলিই হোক না কেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে তাকে পড়ার অভ্যাস এবং সামাজিক সমস্যাগুলি বোঝার এবং সমাধান করার সদিচ্ছা গড়ে তুলেছে।

শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে এখন আগের চেয়ে বেশি, সমাজের সমস্যাগুলি সম্পর্কে নির্ভীকভাবে কথা বলার দরকার রয়েছে - কেবল প্রশ্ন করা নয়, তার কার্যকর সমাধানের প্রস্তাব দেওয়ার জন্যও। তিনি একটি ব্যক্তিগত কাহিনি ভাগ করে উল্লেখ করেন যে তিনি তাঁর জীবনে তিনবার বাড়ি বদলেছেন এবং প্রতিবারই সেই নতুন বাড়িতে চিত্রলেখার পৌঁছানো অব্যাহত রাখেন।

26/11

অন্য কোনও প্রকাশনা ২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে চিত্রলেখার মতো নির্ভুল এবং সততার সাথে প্রকাশ করেনি।

চিত্রলেখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা প্রকাশ করেছে যা স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। নর্মদা যোজনা (প্রকল্প) সম্পর্কিত এর বিশেষ সংস্করণ গুজরাটের লোকদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি বলেন, অন্য কোনও প্রকাশনা ২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার এ জাতীয় বিশদ এবং সত্যবাদী বিবরণ দেয় না। চিত্রলেখা সন্ত্রাসবাদের হুমকি সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটি রাম মন্দিরের বিষয় নিয়ে তিনটি বিশেষ ইস্যু প্রকাশ করে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে তিনি শৈশবকাল থেকেই রাম মন্দিরের কারণকে সমর্থন করেছেন, এমনকি এর জন্য কারাবাসও করেছেন, তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে চিত্রলেখার মত স্পষ্টতা ও গভীরতার সাথে এই বিষয়টি অন্য কেউ চিত্রিত করেননি।

তিনি আরও বলেন যে নাগিন দাস, তারক মেহতা এবং গুনভন্ত শাহের মতো অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব চিত্রলেখার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এবং পরে রাষ্ট্রপতি পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত হন।

◆◆◆

প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন
ভারত একাধিপত্য নয়, মানবতাকে অগ্রাধিকার দেয়

সহকার উদয় টিম

আন্তর্জাতিক মহল খুব মনোযোগ দিয়ে ভারতের দিকে নজর রাখছে এবং ভারতকে নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল রয়েছে। বিশ্ব খুব আগ্রহের সাথে বোঝার চেষ্টা করছে যে ভারত কি ভাবছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন ভারতের ধারণা, উদ্ভাবন এবং প্রচেষ্টাকে আগের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করে। এই চিন্তাগুলি, যা জাতীয় গর্বের বিষয়, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি পাবলিক ইভেন্টে ভাগ করে নেন। তিনি বলেন, "এটা শুধু শুরু, ভারতের সামর্থ্য আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে।"

গত ১০-১১ বছর ধরে ভারতের সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী জাতীয় মানসিকতার উল্লেখযোগ্য রূপান্তরে জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে স্বাধীনতার পরে কয়েক দশক ধরে ভারতে একটি মানসিকতা প্রচার করা হয় যা বিদেশী পণ্যগুলিকে উচ্চতর বলে মনে করত। এই সময়ে, ব্যবসায়ীরা গর্বের সাথে একটি পণ্য আমদানি করেছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে এই ধারণাটি এখন বদলেছে এবং আজ লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিজ্ঞাসা করছে, "এটি কি ভারতে তৈরি?"

তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে ভারত শুধু আন্তর্জাতিক অনুক্রমে অংশ নিচ্ছে না বরং ভবিষ্যতকে গঠন করতে ও সুরক্ষিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। শ্রী মোদী আরও যোগ করেন যে একবিংশ শতাব্দীতে ভারত বিশ্বমাণের প্রতিষ্ঠান তৈরি করায় শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা নিয়েছে। তিনি আলোকপাত করেন যে ভারত সর্বদা একাধিপত্য থেকে মানবতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং একটি সর্বব্যাপী এবং অংশগ্রহণমূলক আন্তর্জাতিক ক্রম তৈরির দিকে কাজ করেছে। এই প্রচেষ্টা সম্মিলিত অবদান এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করেছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য, ভারত অতি দৃঢ় বোধের সাথে কোয়ালিশান ফর ডিসাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্টাকচার (সিডিআরআই) প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিজ, রাস্তাঘাট, ভবন এবং বিদ্যুৎ গ্রিডের মতো দুর্যোগ-রেসিলিয়েন্ট পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রচারের জন্য ভারত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত একটি সর্বব্যাপী এবং অংশগ্রহণমূলক গ্লোবাল অর্ডার প্রতিষ্ঠায় শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে ভারতও ক্ষুদ্রতম দেশগুলির জন্য সুস্থায়ি শক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করার সমাধান হিসাবে আন্তর্জাতিক সৌর জোট (আইএসএ) চালু করেছে এবং এই উদ্যোগে ১০০ টিরও বেশি দেশ যোগদান করেছে। এই প্রচেষ্টাটি কেবল জলবায়ুকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে না তবে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির শক্তির প্রয়োজনগুলিও মেটাতে পারে।

◆◆◆

নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডারে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে

বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক করার জন্য ভারতের চেষ্টায় আফ্রিকান ইউনিয়ন জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনের সময় জি -২০'এ স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। শ্রী মোদী আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্লোবাল সাউথের ভয়েস হিসাবে ভারতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, ডাব্লিউ.এইচ.ও. গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশানাল মেডিসিন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক (এআই) এর বিকাশ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদানকে তুলে ধরেন।

এই প্রচেষ্টাগুলি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। তিনি আন্তর্জাতিক সুরক্ষা নিয়ে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন, বিশেষত কোভিড -১৯ মহামারী চলাকালীন। ভারত কেবল ভ্যাকসিন তৈরি করে সারা দেশে দ্রুত টিকা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তাই নয় বরং ১৫০টিরও বেশি দেশে ওষুধ সরবরাহ করেছে।

আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সময়ে, ভারতের সেবা ও করুণার বোধ বিশ্বজুড়ে অনুরণিত হয় এবং এর সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সারমর্মকে প্রতিফলিত করে।

শ্রী অমিত শাহ কাঠুয়ায় সীমান্ত ফাঁড়িতে বিএসএফ কর্মীদের সাথে কথা বলেন

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তে নিযুক্ত বি. এস. এফ জওয়ানরা আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে

সহকার উদয় টিম

জম্মু ও কাশ্মীরে তাঁর সফরকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ কাঠুয়ায় 'বিনয়' সীমান্ত ফাঁড়িতে অবস্থিত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)কর্মীদের সাথে আলাপচারিতা করেন। সৈন্যদের সাথে কথা বলতে গিয়ে শ্রী শাহ তাদের প্রশংসা করে বলেন যে বিএসএফ কর্মীদের এইসব স্থানে পোস্টিং দেখার পরেই শুধুমাত্র তাদের সমস্যাগুলি বোঝা সম্ভব। হাড়-শীতল ঠান্ডা বা মুষলধার বৃষ্টি বা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিএসএফ কর্মীরা কঠোর ভৌগলিক এবং জলবায়ু পরিস্থিতি নির্বিশেষে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য সজাগ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জম্মু অঞ্চলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যবেক্ষণে বিএসএফ অফিসার ও সৈন্যদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন শ্রী শাহ।জাতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিএসএফের বিশিষ্ট ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে পুরো দেশ বিএসএফকে প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বিএসএফ সর্বদা দুর্দান্তভাবে এই দায়িত্বটি পূরণ করেছে। তিনি আরও যোগ করেন যে পাকিস্তানের সাথে প্রতিটি যুদ্ধে বিএসএফের কর্মীরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। শ্রী শাহ আরও জানিয়েছেন যে সীমানা বরাবর মোতায়েনের জন্য দুটি মডেল বৈদ্যুতিন নজরদারি সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। এই সিস্টেমগুলি পুরোপুরি কার্যকর হয়ে গেলে, কর্মীদের পক্ষে সতর্কতা গ্রহণ করা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শত্রুদের কোনও সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানানো সহজ হবে। তিনি আরও যোগ করেন যে অনুপ্রবেশ সনাক্ত করতে এবং পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ টানেলগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বেশ কয়েকটি পরীক্ষা -নিরীক্ষা করা হয়েছে।

তিনি বলেন যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে, ভারত-পাকিস্তান এবং ভারত-বাংলাদেশের সীমানা বরাবর মোতায়েন করা সমস্ত সুরক্ষা বাহিনী আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত হবে। আমাদের সৈন্যদের সাহস, ত্যাগ এবং দৃঢ় সংকল্প ভারতকে বহিঃসীমার হুমকি থেকে রক্ষা করে চলেছে। এই কারণেই বিএসএফ ভারতীয় জনগণের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার জায়গা ধারণ করে আছে।

■ কেন্দ্রীয় সরকার সুরক্ষা বাহিনী এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

শ্রী শাহ আরও উল্লেখ করেন যে সীমান্তে ২৬টিরও বেশি প্রযুক্তি-ভিত্তিক উদ্যোগ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর মধ্যে আছে অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম, টানেল সনাক্তকরণ প্রযুক্তি এবং উন্নত বৈদ্যুতিন নজরদারি সরঞ্জাম।

সৈনিকদের সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রী শাহ কাথুয়ার আন্তর্জাতিক সীমান্তে ডিউটিতে থাকাকালীন ২০১৯ সালে প্রাণ ত্যাগ করা এক বিএসএফ শহীদ সহকারী কমান্ড্যান্ট বিনয় প্রসাদকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তিনি আটটি মহিলার ব্যারাক, উচ্চ মাস্ট লাইট, একটি জি১ টাওয়ার এবং একটি কম্পোসিট বিওপি (সীমান্ত ফাঁড়ি) সহ সীমান্তে বেশ কয়েকটি নতুন নির্মাণের উদ্বোধন করেন।এই পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি ৪৭.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। এই উদ্যোগ ডিউটির সময় বিএসএফ কর্মীদের সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করেছে এবং সীমানা বরাবর চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে তাদের জীবনযাত্রা উন্নতি করেছে।

শ্রী শাহ পুনরায় উল্লেখ করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সুরক্ষা বাহিনী এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত সরকার সশস্ত্র বাহিনীর জন্য অসংখ্য কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে: আয়ুষ্মান সিএপিএফ স্বাস্থ্য প্রকল্প, এক্স-গ্রাচিয়া ক্ষতিপূরণ প্রকল্প, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা কভারেজ সহ সিএপিএফ বেতন প্যাকেজ স্কিম, ইউনিফাইড পেনশন স্কিম, প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি প্রকল্প এবং ই-আবাস (অনলাইন আবাসন বরাদ্দ)।এই উদ্যোগগুলি দেশের সীমান্তে যে কর্মীরা সেবা করে তাদের মঙ্গল, সুরক্ষা এবং মনোবলকে উন্নত করার জন্য সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

◆◆◆

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্য প্রদেশের আনন্দপুর ধামে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করেন

নতুন ভারত 'উন্নয়নের সাথে ঐতিহ্য' মন্ত্র নিয়ে

দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে

- মধ্য প্রদেশে 'রাম বন গমন পথ' এর একটি বড় অংশ রয়েছে
- চান্দেরী শাড়ি জিআই ট্যাগ পেয়েছে
- প্রাণপুরে ক্রাফট হ্যান্ডলুম ট্যুরিজম গ্রামের প্রতিষ্ঠা

সহকার উদয় টিম

ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্য প্রদেশের অশোকনগর জেলার আনন্দপুর ধাম সফর করেন। তিনি ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত হয়ে ওঠার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের কথা এবং এই লক্ষ্য অর্জনে আস্থা প্রকাশ করে পুনরায় বলেন যে তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।তিনি উল্লেখ করেন যে অনেক দেশ, উন্নয়নের সন্ধানে তাদের ঐতিহ্যের সাথে যোগাযোগ হারিয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, "ভারতের সংস্কৃতি শুধু তার পরিচয় নয়, বরং তার সামর্থ্যকেও শক্তিশালী করে।"

"সবকা সাথ, সবকা বিকাস"এর মন্ত্রে পরিচালিত হয়ে দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য সরকারের সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করে, তিনি জোর দিয়ে বলেন যে "সেবার চেতনা সরকারের নীতি ও প্রতিশ্রুতি।" প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে সেবার চেতনা ব্যক্তিকে সমাজ, দেশ এবং মানবতার বৃহৎ উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করে। তিনি সেবায় নিযুক্তদের ত্যাগকে স্বীকার করে উল্লেখ করেন যে কীভাবে নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠা একটি স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। শ্রী মোদী সেবাকে এক আধ্যাত্মিক অনুশীলন হিসাবে বর্ণনা করে এটিকে পবিত্র গঙ্গার সাথে তুলনা করেন, যেখানে প্রত্যেকেরই ডুব দেওয়া উচিত। তিনি এই বিষয়ে আনন্দপুর ধাম ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য অবদানের প্রশংসা করেন এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে ট্রাস্টের সেবা-ভিত্তিক উদ্যোগগুলি এক উন্নত ভারতের গঠনে নতুন শক্তি প্রয়োগ করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে অশোকনগর ও আনন্দপুর ধামের মতো অঞ্চলগুলি দেশের জন্য ব্যাপক অবদান রেখেছে। শিল্প, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি তাদের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের অপরিসীম সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি

A Modern Gaushala in Anandpur Dham Spread Across

315

Hectares with Over

500

Cows

মধ্য প্রদেশ ও অশোকনগরের উন্নতির প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন।এর মধ্যে রয়েছে চান্দেরি শাড়ির জন্য ভৌগলিক সূচক (জিআই) ট্যাগের মাধ্যমে চান্দেরী হ্যান্ডলুমের প্রচার এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে প্রাণপুরে একটি হ্যান্ডলুম ট্যুরিজম গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা। ◆◆◆

সেবার ভাবই হল সরকারের কল্যাণমূলক উদ্যোগের মূল বিষয়

শ্রী মোদী বলেন যে সেবার চেতনা সরকার গৃহীত প্রতিটি উদ্যোগের মূলে রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে প্রতিটি অভাবী ব্যক্তি খাবার যোগানের চিন্তা থেকে মুক্ত হবেন। একইভাবে, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা দরিদ্র ও বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বঞ্চিতদের জন্য সুরক্ষিত আবাসন নিশ্চিত করেছেন। জল জিবন মিশন গ্রামগুলিতে জল সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করছে এবং রেকর্ড সংখ্যক নতুন এআইএমএস, আইআইটি, এবং আইআইএমএস প্রতিষ্ঠা দরিদ্রতম শিশুদের তাদের স্বপ্নগুলি উপলব্ধি করতে সাহায্য করছে।

"এক পেড় মা কে নাম" প্রচারের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে এই উদ্যোগের আওতায় কয়েক মিলিয়ন গাছ রোপণ করা হয়েছে। রাম বন গমন পথ উন্নয়নের কাজগুলি উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন যে এই রুটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাবে যা এর স্বতন্ত্র পরিচয়কে আরও জোরদার করবে এবং এর অনন্য ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে।

আনন্দপুরের পবিত্র ভূমিতে পরার্থপরতার ঐতিহ্য

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী গুরু জি মহারাজ মন্দিরটি পরিদর্শন করেন, আনন্দপুর ধাম মন্দিরে দর্শন ও উপাসনা করেন এবং আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে এই পবিত্র ভূমিতে পরার্থবাদ একটি ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে যা সাধুদের তপস্যা দ্বারা পুষ্ট। এখানে, সেবা মানবতার কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে। তিনি প্রথম পাদশাহী শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রী স্বামী অদ্বৈত আনন্দ জি মহারাজ এবং অন্যান্য পদশাহী সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের ভারত হল ঋষি, দার্শনিক এবং সাধুদের ভূমি, যারা চ্যালেঞ্জের সময়ে সর্বদা সমাজকে পরিচালিত করে।" তিনি সেই যুগের কথা স্মরণ করেন যখন আদি শঙ্করাচার্যর মতো আধ্যাত্মিক নেতারা অদ্বৈত দর্শনের গভীর জ্ঞানকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন। শ্রী মোদী বলেন যে ঔপনিবেশিক আমলে সমাজ এই জ্ঞানের সাথে যোগাযোগ হারাতে শুরু করে। যাইহোক, পূজনীয় অদ্বৈত আনন্দ জি মহারাজ সাধারণ মানুষের জন্য অদ্বৈত জ্ঞান সুলভ এবং সহজ করে এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

বস্তুগত অগ্রগতির মধ্যে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের কথা বলতে গিয়ে শ্রী মোদী মন্তব্য করেনঃ "এই সমস্যাগুলির সমাধান অদ্বৈত দর্শনের মধ্যে রয়েছে"। পরমহংস দয়াল মহারাজ, যিনি অদ্বৈতের নীতি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিলেনঃ "আপনি যা, আমি তাই।" সর্বজনীনভাবে গৃহীত হলে "আমার এবং তোমার" বিভাজন দূর করার ধারণাটি সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে।

শ্রী মোদী আনন্দপুর ধামে প্রতিষ্ঠিত ধ্যানের পাঁচটি নীতি সম্পর্কে কথা বলেন, যার মধ্যে একটি হল নিঃস্বার্থ সেবা। বঞ্চিতদের সেবা করা এবং মানবতার সেবায় ঈশ্বরকে দেখার চেতনা হল ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন যে আনন্দপুর ট্রাস্ট আন্তরিকভাবে সেবার এই সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

ব্রহ্ম কুমারী সংস্থা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং শান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে

সহকার উদয় টিম

■ ত্যাগ, তপস্যা এবং আধ্যাত্মিক প্রভা নিয়ে ব্রহ্ম কুমারী সংস্থা বিশ্বজুড়ে সরলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সহযোগিতার এক চমকপ্রদ পরিবেশ তৈরি করেছে

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভারত তার স্বাধীনতার শতবর্ষ ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। ভারতীয় সংস্কার বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব প্রচারের ক্ষমতা রাখে, প্রতিটি আত্মাকে পরমাত্মার সাথে যুক্ত করে প্রতিটি জীবনকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে। ব্রহ্ম কুমারির মতো সংস্থা এই মূল্যবোধগুলি এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এই চিন্তাভাবনাগুলি "অন্তরের জাগরণের মাধ্যমে স্ব-ক্ষমতায়ন" থিমের উপর সুরক্ষা কর্মীদের জন্য জাতীয় আলোচনা সভার উদ্বোধন করার সময় এই চিন্তাভাবনাগুলি ভাগ করে নেন।

শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের সুরক্ষা বাহিনীর ত্যাগ, শৃঙ্খলা এবং স্থিতিস্থাপকতার জন্য আজ দেশের সুরক্ষা সম্ভব হয়েছে। এই বাহিনীগুলি দেশের সীমানা রক্ষা করে এবং এমনকি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সেনাবাহিনী, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনী অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা দিয়ে নাগরিকদের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি সুরক্ষা কর্মীদের তাদের কাজের চাপ মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য ব্রহ্ম কুমারির উল্লেখযোগ্য অবদানকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে গত ২৫ বছর ধরে ব্রহ্ম কুমারীরা সুরক্ষা বাহিনীর সাথে সরাসরি কাজ করে তাদের মানসিক শান্তি এবং শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করছেন।

তিনি ব্রহ্ম কুমারির "মেডিটেশন ফর ওয়ার্ল্ড ইউনিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট" শীর্ষক উদ্যোগের উদ্বোধন করেন। শ্রী শাহ বলেন যে তাদের তপস্যা, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং নিঃস্বার্থতার মাধ্যমে সংগঠনটি বিশ্বজুড়ে সরলতা, সংযম

এবং পারস্পরিক সহায়তার পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করেছে। যোগ ও ধ্যানের মাধ্যমে ব্রহ্ম কুমারী বিশ্বজুড়ে শান্তি এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার প্রদীপ আলোকিত করছে। ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ পুণ্য জাগ্রত করার তাদের প্রচেষ্টা গভীর শান্তির পরিবেশ তৈরি করছে।

শ্রী শাহ ব্যাখ্যা করেন যে ব্রহ্ম কুমারী কীভাবে ব্রহ্মচর্য, নিরামিষবাদ, আসক্তি থেকে মুক্তি, সাধারণ জীবনধারা, ধ্যান, আত্মা-চেতনা, আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে সংযোগ এবং আন্তরিক বিশুদ্ধতা, শান্তি এবং অমরত্বের উপলব্ধি হিসাবে সহজলভ্য এবং প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলি তৈরি করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির দূত হিসাবে, ব্রহ্ম কুমারী তাদের শক্তিশালী নারী-নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সংলাপের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

গত ২৫ বছর ধরে সুরক্ষা কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের চাপ কমাতে ব্রহ্ম কুমারীর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

25 Years

বৈদিক পরম্পরা ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে পৌঁছয়

শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে যোগ ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে ভারত দীর্ঘকাল ধরে মন, দেহ, বুদ্ধি এবং আত্মাকে একত্রিত করার ঐতিহ্য অনুসরণ করে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার কথা বলেছে। ভারত এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিশ্বের সাথে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করছে।তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ভারতই প্রথম "বসুধৈব কুটুম্বাকাম"(একটি পৃথিবী একটি পরিবার)ধারণাটি প্রবর্তন করে এবং আমাদের উপনিষদ এক সর্বজনীন পরিবারের অংশ হিসাবে পুরো বিশ্বকে কল্পনা করে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সূচনা করে এই ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেন, যার ফলে বিশ্বব্যাপী ভারতের বৈদিক ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়ে।

ফলস্বরূপ, বিশ্বজুড়ে কয়েক লক্ষ মানুষ এখন তাদের দৈনন্দিন জীবনে যোগ, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করছে। শ্রী শাহ দৃঢ়ভাবে বলেন যে এই পথটি আগামী দিনগুলিতে বিশ্ব শান্তির পথ হয়ে উঠবে।

হিসারে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

নাগরিকদের জন্য বিমান ভ্রমণ সাশ্রয়ী করতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

সহকার উদয় টিম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার দেশের নাগরিকদের জন্য বিমান ভ্রমণকে নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী হরিয়ানার হিসারের মহারাজা অগ্রসেন বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পটির জন্য ব্যয় হবে ৪১০ কোটি টাকা। হরিয়ানার জনগণের শক্তি, ক্রীড়া মনোভাব এবং ভ্রাতৃভাবকে তুলে ধরে শ্রী মোদী তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পুনঃব্যক্ত করেন যে যারা চপ্পল পরেন তারাও বিমানে চড়ার সুবিধে নিতে পারবেন এবং বলেন যে এই স্বপ্ন এখন সারা দেশে

- প্রধানমন্ত্রী হিসারে মহারাজা অগ্রসেন বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, যা ৪১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে
- ২০১৪ অবধি, দেশে ৭৪টি বিমানবন্দর ছিল, যা এখন বেড়ে ১৫০ এরও বেশি
- উড়ান স্কিমের আওতায় ভারত জুড়ে প্রায় ৯০টি বিমানবন্দর সংযুক্ত

বাস্তবায়িত হচ্ছে। গুরু জামবেশ্বর, মহারাজা অগ্রসেন, এবং পবিত্র অগ্রহ ধামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রী মোদী এক উন্নত হরিয়ানা এবং উন্নত ভারতের লক্ষ্যগুলির প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত, পাশাপাশি খেলাধুলা ও কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের প্রশংসা করেছে।

> ৬০০টিরও বেশি রুটে সাশ্রয়ী মূল্যের বিমান ভ্রমণ সুগম হয়ে উঠেছে
>
> **600**

শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে গত দশ বছরে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় প্রথমবারের মতো বিমান ভ্রমণ করেছে।এই সময়কালে, দেশের এমন অঞ্চলে নতুন বিমানবন্দরগুলি নির্মিত হয়েছে যেখানে আগে কোনও সঠিক রেলওয়ে স্টেশন ছিল না।স্বাধীনতার ৭০ বছরে ভারতে মাত্র ৭৪টি বিমানবন্দর ছিল, যার বর্তমান সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়েছে।উড়ান প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৯০টি বিমানবন্দরকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, মানুষের পক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যের বিমান ভ্রমণের ৬০০ টিরও বেশি রুট সুগম হয়ে উঠেছে এবং বার্ষিক বিমান যাত্রীদের সংখ্যা নতুন রেকর্ড তৈরি করছে।বিভিন্ন এয়ারলাইন্স ২ হাজার নতুন বিমানের অর্ডার দিয়েছে, যা পাইলট, এয়ার হোস্টেস এবং অন্যান্য পরিষেবায় হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করবে।এ ছাড়াও, বিমান রক্ষণাবেক্ষণ খাতে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, "হিসার বিমানবন্দর হরিয়ানার যুবাদের আশা বাড়াবে এবং তাদের নতুন সুযোগ এবং নতুন স্বপ্ন দেখাবে।"

◆◆◆

দরিদ্রদের কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারে মনোনিবেশ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী নাগরিকদের এক উন্নত ভারত গঠনে বাবাসাহেব আম্বেদকরের আদর্শের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি মনে করার আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "দরিদ্রদের কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার সাথে সাথে সরকার সংযোগের দিকেও মনোনিবেশ করেছে।" তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও, গ্রামে মাত্র ১৬% পরিবার পাইপযুক্ত জল পেত, যা তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষতি করেছে।তিনি বলেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, তাঁর সরকার ১২ কোটি গ্রামীণ পরিবারকে পাইপযুক্ত জলের সংযোগ দিয়ে এর পরিধি ৮০% বাড়িয়েছে।বঞ্চিতদের জন্য মর্যাদার জীবন নিশ্চিত করতে, সরকার ১১কোটিরও বেশি টয়লেট তৈরি করেছে। তাঁর সরকারের সময় খোলা জন ধন অ্যাকাউন্টগুলির সর্বোত্তম সুবিধাভোগীরা হলেন এস.সি., এস.টি. এবং ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের মানুষজন।

সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ পাল গুর্জর পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন

সমবায় সমিতিগুলির অনলাইন নিরীক্ষণ হবে

সহকার উদয় টিম

সমবায়কে স্বচ্ছ, দক্ষ এবং প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম করার জন্য তাদের ডিজিটালাইজেশনে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি শুধু ডিজিটাল করা হচ্ছে না তাদের নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াও শীঘ্রই অনলাইন পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চলছে।কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ পাল গুর্জর সম্প্রতি হরিয়ানায় ডিজিটাইজেশন ও সমবায় সম্প্রসারণের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য চণ্ডীগড়ের একটি পর্যালোচনা সভার সভাপতিত্ব করার সময় এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। অধিকন্তু, তিনি 'মেরি সমিতি মেরা পাতাল' নামে একটি পোর্টাল চালু করেন, যা সমবায়গুলির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করবে।

বৈঠক চলাকালীন শ্রী গুর্জর জোর দিয়ে বলেন যে রাজ্যের প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএসিএস) যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তা চিহ্নিত করা উচিত এবং তাদের আয় বাড়ানোর সময় তাদের মডেল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার জন্য সুদৃঢ় পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। তিনি রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেন, ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের ব্যাঙ্ককে প্রযুক্তিগতভাবে আপগ্রেড করার এবং কৃষকদের ৮৫% পর্যন্ত ঋণ গ্যারান্টি সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। হরিয়ানার সমবায় মন্ত্রী শ্রী অরবিন্দ শর্মাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন যে ২,৫০০ নতুন পিএসিএস প্রতিষ্ঠার রাজ্য সরকারের লক্ষ্য পূরণে অগ্রাধিকার দিতে।

■ সমবায় সমিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'মেরি সমিতি মেরা পাটাল' পোর্টাল চালু করেছে

চণ্ডীগড়ের আঞ্চলিক সমবায় পরিচালন ইনস্টিটিউটে (আরসিএমআই), "একটি উন্নত ভারত: সমবায়, কৃষক ক্ষমতায়ন ও বিকাশের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর" এই থিমে দু'দিনের জাতীয় সম্মেলনে শ্রী গুর্জর 'মেরি সমিতি মেরা পাটাল' পোর্টাল চালু করেন। সম্মেলনের উদ্বোধনকালে তিনি তুলে ধরেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সমবায়কে একত্রিত ও শক্তিশালী করার জন্য উপ আইন তৈরি করা হচ্ছে এবং তাদের অপারেশনাল দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পিএসিএসগুলিকে কম্পিউটারাইজ করা হচ্ছে। পিএসিএসগুলিকে বহু-কার্যকরী করার জন্য ২৫টি বিভিন্ন পরিষেবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা তাদের সদস্যদের আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে সম্প্রদায় এবং দেশ উভয়কেই উপকৃত করবে।

শ্রী কৃষ্ণ পাল গুর্জর আরও ঘোষণা করেন যে আগামী পাঁচ বছরে পাঞ্জাবে ৯,০০০ নতুন সমবায় এবং হরিয়ানায় ২,৫০০টি নতুন সমবায় স্থাপন করা হবে যা সমবায় খাতকে আরও জোরদার করবে। সম্মেলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন, কৃষকদের জীবিকা জোরদার এবং সমবায়ের মাধ্যমে সুস্থায়ি উন্নয়নের প্রচার করা।

◆◆◆

গ্রামীণ সমৃদ্ধির স্তম্ভ হয়ে উঠছে গবাদি পশুপালন - ভুটানি

■ সমবায় পর্যালোচনা সভায় জাতীয় পর্যায়ে সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণের উদ্যোগ ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর "সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি" দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সমবায় মন্ত্রক সমবায় ক্ষেত্রকে নতুন শক্তি এবং এক স্পষ্ট কৌশলী দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে এই মন্ত্রক সারা দেশে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্য নিয়েছে।

এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, মেঘালয়ের শিলং-এ ২০২৫'এর ১০ ও ১১ এপ্রিল দুদিনের জাতীয় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমবায় সচিব ড. আশিস কুমার ভুটানি। বৈঠকে এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের মূল্যায়ন এবং সমবায় ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে ডঃ ভুটানি জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায় খাতের অবদান সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করতে সমস্ত সমবায়ের স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান)-এর বিশদ সংকলনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতার উপর জোর দিয়ে সমবায়ের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে সমবায় মন্ত্রক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বচ্ছতা, কার্যকর বিশ্লেষণ এবং তথ্য সমৃদ্ধ নীতি প্রণয়নে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামীণ সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসাবে গবাদি পশুপালনকে তুলে ধরে ড. ভুটানি উল্লেখ করেন যে এই পেশার ঐতিহ্যবাহী কৃষির চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে।ডেয়ারি খাতকে আরও উন্নত করতে, সরকার গ্রামের মহিলাদের সক্ষমতা ও শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যের যোগানের লক্ষ্যে শ্বেত বিপ্লব ২.০ চালু করেছে। আসাম, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যে ডেয়ারি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড এবং আমুলের মতো সংস্থাগুলির সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গঠন করা হচ্ছে। ত্রিভুবন সহকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বক্তব্য রেখে ডা. ভুটানি এটিকে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসাবে বর্ণনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সমস্ত রাজ্য জুড়ে সমবায় শিক্ষার মাণকে সমান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ২৫০টিরও বেশি বিদ্যমান সমবায় প্রতিষ্ঠানকে উন্নীত করতে সহায়তা করবে।

আলোচনা সভাটি দেশজুড়ে সমবায় খাতকে আরও জোরদার ও আধুনিক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ এবং কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করে। সভায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি, সমবায় ইউনিয়ন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং নীতি নির্ধারকদের কর্মকর্তারা সহ মূল অংশীদাররা উপস্থিত ছিলেন।

দু'দিনের অধিবেশনে প্রধানত সমবায়গুলির জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং মাইক্রো-এটিএম ব্যবহারের মাধ্যমে দোরগোড়ায় ব্যাঙ্কিং নিশ্চিত করা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার আরেকটি মূল ক্ষেত্র হল বহুমাত্রিক কৃষি সমবায় সমিতি (এমপিএসিএস), পিএসিএস, ডেয়ারি এবং ফিশারি কো-অপারেটিভস, শস্য সঞ্চয়স্থান প্রকল্প এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির সময়োচিত ডিজিটালাইজেশন।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে, সমবায় খাতের মূল কৌশলগত লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করে আন্তর্জাতিক সমবায় বছর ২০২৫'কে উৎসর্গ করে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং উত্তরাখণ্ডের প্রতিনিধিরা সমবায় বিকাশে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এবং কাজের মডেল নিয়ে আলোচনা করে তাদের সেরা কর্মপদ্ধতি এবং উদ্ভাবন ভাগ করে নেন যা অন্য রাজ্যেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

◆◆◆

International Year of Cooperatives 2025

সন্দীপ কুমার নায়েক

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জগুলি মো-কাবেলায় সমবায়

সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় প্রস্তুত। বিশ্বব্যাপী, জি-২০ দেশগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। দেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্থায়ি উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) এবং ২০৫০ এর মধ্যে নেট জিরোর লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। সিসিএ'র (কোঅপারেটিভস ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ) তৈরি এই লক্ষ্য অর্জনে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জি -২০ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান সমস্যার বিষয়ে দেশগুলি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিশ্বের বেশিরভাগ সমবায় সমিতিগুলি এই সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত রয়েছে।

ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় জোট(আইসিএ)সম্মেলনে, দেড় শতাধিক দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। একইভাবে, জি -২০ সদস্য দেশগুলি একসাথে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করে। তারা গ্লোবাল জিডিপিতে ৮০% অবদান রাখে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ৭৫% প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ৩০০টি সমবায়ের বার্ষিক টার্নওভার ২,১৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০ মিলিয়ন সমবায় রয়েছে যার মধ্যে ভারত একা প্রায় ৮.৫ মিলিয়ন ডলারের লেনদেন করছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী লাইফ (পরিবেশের জন্য জীবনযাত্রা)উদ্যোগের আহ্বান জানিয়েছেন। সমবায় এবং তাদের সদস্যরা লাইফ'এর সাথে কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের জীবিকার জন্য কৃষি এবং সম্পর্কিত খাতের উপর নির্ভর করে এবং বেশিরভাগ কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য। উদাহরণস্বরূপ, ৯৪% কৃষক কোন না কোন সমবায় সমাজের অংশ। জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি এবং সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলিকে প্রভাবিত করছে যা সমবায়গুলির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

আন্তর্জাতিক সমবায় জোটের সদর দফতর(আইসিএ)বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত।জি -২০ দেশের অনেক সমবায় আইসিএর সদস্য।জি -২০ তে আইসিএর অংশগ্রহণ আরও জোরদার করা উচিত। ভারতে, ইফকো, জিসিএমএমএফ(আমুল) এবং ক্রিভকো'র মতো প্রধান বিশ্বব্যাপী সমবায় জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনে বসুধৈব কুটুম্বাকাম মূল থিম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যার অর্থ "একটি পৃথিবী, একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যত"।

এই বছর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন, জুনে প্যারিস শীর্ষ সম্মেলনে নতুন আন্তর্জাতিক আর্থিক চুক্তি, জুলাই মাসে ইউনাইটেড নেশান্সের উচ্চ-স্তরের রাজনৈতিক ফোরাম, সেপ্টেম্বরে ইউনাইটেড নেশান্স জেনারেল অ্যাসেমব্লির অধীনে এসডিজি সামিট এবং ডিসেম্বরে দুবাইতে আসন্ন সিওপি ২০ শীর্ষ সম্মেলন সবই সুস্থায়ি উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজিএস) অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করেছে। এই প্রক্রিয়াতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সহযোগিতার সাতটি মূল নীতির একটি উপাদান হল সম্প্রদায়।আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, সমবায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা উন্নত করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি প্রয়োজন যাতে সমবায়রা দ্রুত লো -কার্বন বিশ্বে মনোনিবেশ করতে পারে। জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনে বিশেষত জি -২০ গ্রিন ডেভেলপমেন্ট চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। জি -২০ দেশের কৃষি মন্ত্রীদের বৈঠকে জানানো হয় যে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জগুলি খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য সুরক্ষা, সুস্থায়ি কৃষি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত। খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং জমি উৎপাদনশীলতা হ্রাস বন্ধ হওয়া দরকার।

ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া এই প্রসঙ্গে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। যেহেতু জি -২০ দেশগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদগুলির বিরুদ্ধে লড়তে প্রতিশ্রুত, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ আরও কার্যকর হতে পারে।কৃষি সমবায় এবং তাদের সদস্যদের অবশ্যই এই দিকে সচেষ্ট হতে হবে। আফ্রিকা, আইসল্যান্ড এবং উপকূলীয় দেশগুলির মতো জলবায়ু-প্রভাবিত দেশগুলির সমবায় এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ইউনাইটেড নেশান্স এবং জি -২০ গ্রিন ফিনান্সের মতো এজেন্সির মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সমবায় আন্দোলন (আইসিএম) এর লক্ষ্যপূরণের জন্য আগামী বছরগুলিতে জি -২০'র সাথে অংশীদারি বাড়ানো উচিত।

(প্রাক্তন এমডি, জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন – এনসিডিসি)

কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ পাল গুর্জর চণ্ডীগড়ের আঞ্চলিক ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টে অনুষ্ঠিত দুই দিনের জাতীয় অনুষ্ঠানের সময় প্রদর্শনী স্টলগুলি পরিদর্শন করেন।এই স্টলগুলি বিভিন্ন সংস্থা এবং স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর পণ্যগুলি প্রদর্শন করেছে যা সমবায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

ইফকোর চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ সাঙ্ঘানী উত্তর প্রদেশের লখিমপুর জেলার মাইগালগঞ্জে অবস্থিত আইএফএফডিসি বীজ প্রসেসিং ইউনিটে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সম্বোধন করেন।এই উপলক্ষে, ইফকো পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা শ্রী প্রহ্লাদ সিং, শ্রী জগদীপ সিং নাকাই, শ্রী ভবেশ রাদাদিয়া, শ্রী বিবেক কোহলে এবং ইফকো স্টেট মার্কেটিং ম্যানেজার শ্রী অভিমন্যু রাই উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র সহযোগী শ্রী কোশল শর্মা মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে সহযোগীদের সাথে অনুষ্ঠিত সমবায় সংলাপ অনুষ্ঠানে ইফকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. উদয় শঙ্কর অবস্থিকে স্বাগত জানান। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইফকো বিপণন পরিচালক শ্রী যোগেন্দ্র কুমার (রাইট)। অনুষ্ঠান চলাকালীন ড. অবস্থি সহযোগীদের সুস্থায়ি ও দক্ষ কৃষিকাজের জন্য ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেন।

হোয়াইট রিভোলিউশন ২.০ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে এবং এর লক্ষ্য অর্জনের কৌশল নিয়ে আলোচনা চূড়ান্ত করার জন্য যৌথভাবে পশুপালন ও ডেয়ারিং বিভাগ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) দ্বারা একটি উত্তর আঞ্চলিক কর্মশালা সংগঠিত হয়। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন অ্যানিমাল হাসবেন্ডরি অ্যান্ড ডেয়ারিং'এর ইউনিয়ন সেক্রেটারি, অলকা উপাধ্যায়।

বিহারের সমবায় মন্ত্রী ডা. প্রেম কুমার মুঙ্গের-জামুই সমবায় ব্যাঙ্কের এক বিপুল প্রচার অনুষ্ঠানে সদস্যদের ব্যাঙ্কিং কিট বিতরণ করে এমপিএসিএস এবং এম-ডিসিএসের সদস্যদের নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে উৎসাহিত করেন। এই উদ্যোগ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করতে এবং তৃণমূল স্তরগুলিতে সমবায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলির প্রসারকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়।

সমবায় মন্ত্রক সচিব ডা. আশীষ কুমার ভুটানির উপস্থিতিতে,সমবায় মন্ত্রক সুইগি ইন্সটামার্ট প্ল্যাটফর্ম'এ সমবায়ের পণ্য বিক্রি করার একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন সুইগি ইনস্টামার্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রী অমিতেশ ঝা এবং সমবায় মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী ডি কে ভার্মা।

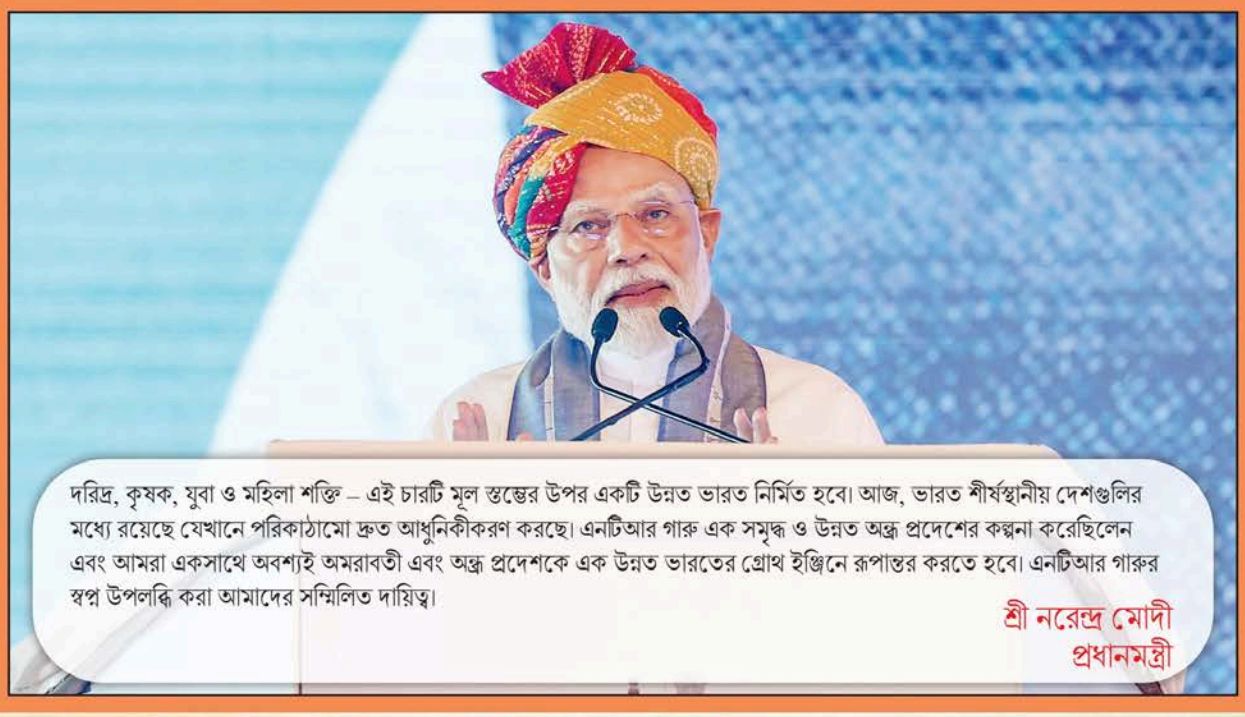

দরিদ্র, কৃষক, যুবা ও মহিলা শক্তি – এই চারটি মূল স্তম্ভের উপর একটি উন্নত ভারত নির্মিত হবে। আজ, ভারত শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে রয়েছে যেখানে পরিকাঠামো দ্রুত আধুনিকীকরণ করছে। এনটিআর গারু এক সমৃদ্ধ ও উন্নত অন্ধ্র প্রদেশের কল্পনা করেছিলেন এবং আমরা একসাথে অবশ্যই অমরাবতী এবং অন্ধ্র প্রদেশকে এক উন্নত ভারতের গ্রোথ ইঞ্জিনে রূপান্তর করতে হবে। এনটিআর গারুর স্বপ্ন উপলব্ধি করা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

Postal Registration No.: DL(S)-17/3559/2023-25
Published on 13-07-2024 Applied for RNI Registration/Exempted for Three Months vide ADG Posts Letter No.22-1/2023-PO, dt.14-05-2024